POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا (النساء:125)

এবং যে কেহ সৎকাজ করে,নর হউক বা নারী এবং সে মো'মেন- এই প্রকারের ব্যক্তিগণ জান্নাতে প্রবেশ করিবে, এবং তাহাদের উপর খেজুর-আঁটির ছিদ্র পরিমাণও অন্যায় করা হইবে না।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১২৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সংখ্যা 49

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

3 ডিসেম্বর, 2020 ● 17 রবিউস সানি 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যখন ইকামতের তকবীর বলা হয়, তখন তোমরা নামাযের জন্য দৌড়ে এস না।

৯০৭) উবাইয়া বিন রিফায়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমি জুমআর নামাযের জন্য যাচ্ছিলাম। পথে আবু আবাস -এর সঙ্গে (হযরত আব্দুর রহমান বিন জবর) সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা.)কে বলতে শুনেছি, যার পা আল্লাহ্‌র পথে ধুলিধূসরিত হয়, তার জন্য আল্লাহ্ আগুনকে হারাম করেছেন।

৯০৮) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি: যখন ইকামতের তকবীর বলা হয়, তখন তোমরা নামাযের জন্য দৌড়ে এস না। বরং স্বাভাবিক গতিতে হেঁটে এস। শান্ত থাকাকে তুমি নিজের স্বভাবে পরিণত কর। যতটুকু নামায তুমি পাও, সেটুকু পড় আর যেটুকু বাকি থাকে তা পূর্ণ কর।

৯০৯)আব্দুল্লাহ্ বিন আবু কাতাদা তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যতক্ষণ আমাকে (উঠতে) না দেখ, তোমরা উঠবে না। আর তোমাদের শান্তভাবে বসে থাকা উচিত।

(সহী বুখারী, ২য় খণ্ড)

যারা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের অভিলাষী, তাদেরকে আবশ্যিকভাবে বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাও অবলম্বন করতে হবে। কেননা একটি শক্তি অপরটিকে প্রভাবিত করে। এই কারণে জুমআর দিন অর্থাৎ সপ্তাহে একবার অন্তত স্নান করা, প্রত্যেক নামাযে ওযু করা এবং বা-জামাত নামাযে যোগ দেওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা আবশ্যক।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

প্লেগ একটি শাস্তি

আল্লাহ্ তা'লা এর নাম 'রুয্‌জ' রেখেছেন। 'রুয্‌জ' শাস্তিকেও বলা হয়। অভিধান পুস্তকে লেখা আছে, 'রুয্‌ফ' একটি ব্যধির নাম যা উটের পশ্চাদ্দেশে দেখা দেয়। এই রোগে এক প্রকার জীবাণু দ্বারা মাংসপেশি আক্রান্ত হয়, যাকে আরবীতে 'নাগাফুন' বলা হয়। এর থেকে আমরা একটি সূক্ষ্ম তথা গভীর বিষয় সম্পর্কে জেনেছি। উট যেহেতু কিছুটা অবাধ্য প্রকৃতির হয়ে থাকে, তাই এর থেকে প্রকাশ পায় যে, মানুষ যখন অবাধ্য হয়ে ওঠে, তখন তার উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে আসে।.... আর এই ব্যধিটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে আর এটি পরিবারের সকলের প্রাণ কেড়ে নিয়ে তবেই বিদায় হয়। এতে এও দেখা গেছে যে, এই বিপদ ঘর-পরিবারকে উজাড় করে চলে যায়, শিশুদের অনাথ আর অসংখ্য নারীদের বিধবা বানিয়ে দেয়।

'রুয্‌জ' শব্দটির অর্থ অভিনিবেশ সহকারে দেখলে এই রোগের কারণও স্পষ্ট হয়ে যায়। অপরিচ্ছন্নতা এবং অপবিত্রতা জনিত কারণে রোগটি জন্ম নেয়। যে সব স্থানে যথাযথ পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় না, ঘরের দেওয়ার অমসৃণ ও কবর সদৃশ হয়ে থাকে, যেখানে আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে না, সেই সব স্থানেই সংক্রমণের বিষ তৈরী হয়, যা এই ব্যধির জন্ম দেয়। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (আল মুদাসসির: ৬) প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্রতাকে বর্জন কর। আরবী শব্দ 'হিজর'-এর অর্থ, কোন কিছু থেকে দূরে চলে যাওয়া। এর থেকে আমরা শিক্ষা পাই, যারা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা অর্জনের অভিলাষী, তাদেরকে আবশ্যিকভাবে বাহ্যিক পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাও অবলম্বন করতে হবে। কেননা একটি শক্তি অপরটিকে প্রভাবিত করে, অনুরূপে একটি বৈশিষ্ট্য অপরটিকেও প্রভাবিত করে।

অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর বাহ্যিক পবিত্রতার প্রভাব

মানুষের দুটি অবস্থা। যে ব্যক্তি নিজ অভ্যন্তরে তাকওয়া ও পবিত্রতা বিকশিত করার বাসনা রাখে, তাকে অবশ্যই বাহ্যিক পবিত্রতাও অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা অন্যত্র বলেন, إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (আল বাকারা: ২২৩) অর্থাৎ যারা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক পবিত্রতার আকাঙ্খী, আমি (আল্লাহ্) তাদেরকে ভালবাসি। বাহ্যিক পবিত্রতা অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনে প্রণোদিত করে। মানুষ যদি এ বিষয়ে অবহেলা করে, (উদাহরণস্বরূপ) মলত্যাগ করেও পবিত্রতা অর্জন না করে, তবে সে বিন্দুমাত্র পবিত্রতাও অর্জন করতে পারবে না। অতএব, স্মরণ রেখো! অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জনের জন বাহ্যিক পবিত্রতা আবশ্যক। এই কারণে জুমআর দিন অর্থাৎ সপ্তাহে একবার অন্তত স্নান করা, প্রত্যেক নামাযে ওযু করা এবং বা-জামাত নামাযে যোগ দেওয়ার পূর্বে সুগন্ধি ব্যবহার করা আবশ্যক।

ঈদ ও জুমার নামাযে সুগন্ধি ব্যবহারের যে নির্দেশ রয়েছে তা এই উদ্দেশ্যেই। প্রকৃত কারণ এই যে, জনসমাবেশে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। অতএব, স্নান করা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা আর সুগন্ধি ব্যবহার করার ফলে সংক্রমণ প্রতিহত হবে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জীবনে পথনির্দেশনা দিয়ে রেখেছেন, অনুরূপ নিয়ম মৃত্যুর পরও নির্ধারিত আছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ:২৩০-২৩১)

আল্লাহর নিকট বৈধ বিষয়গুলির মধ্যে সব থেবে বেশি অপছন্দনীয় বিষয় হল তালাক।

আল্লাহ্ তা'লা বনী ইসরাঈল জাতিকে আদেশ করেছেন, তোমরা 'হিত্তাতুন' বল। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাদের পাপ ক্ষমা কর। কিন্তু তারা উপহাস করে 'হিনতাতুন' বলতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ আমরা যেন গম পাই। তাদের মধ্যে গরম গরম গমের রুটি খাওয়ার প্রবল বাসনা তৈরী হল। তারা 'হিত্তাতুন' কে বিকৃত করে 'হিনতাতুন' বলতে শুরু করল। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন- 'দেখ, কত তুচ্ছ একটি বিষয়! কিন্তু এটিই খোদা তা'লার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানাল। কারণ, পুণ্যকর্মের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলে তবেই মানুষ উন্নতি করতে পারে। মানুষ যতই ইবাদত

(শেষাংশ ১০ এর পাতায়..)

এই সংখ্যায়

আমি যদি এ বিষয়ের কথা চিন্তা
মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩০ অক্টোবর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, যে প্লান্টগুলি লাগানো থাকে, সেগুলি যখন পানি চালনা করে, তখন সেই শক্তি দিয়ে ফ্রিজিং প্লান্টও সচল থাকে, যা নতুন করে অন্য কোনও পানিকে দুষিত করার পরিবর্তে ব্যবহৃত পানিকেই সার্কুলেট করে একই বিন্দুতে নিয়ে আসে।

সেই পানি একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত তেজস্ক্রিয় হয়ে যায় আর শেষে এটিও একটি বর্জ্যে পরিণত হয় আর সেই পানিকে সিসার সঙ্গে গলিয়ে নিরেট আকার দেওয়া হয়। এটিকেও শেষে আবর্জনা হিসেবে ফেলে দিতে হয়।

নিরেট আকার ধারণ করার পর এই বাষ্প উবে যায়, বর্জ্যকে নিরেট আকার দানের সময় তার তাপ কোথায় যায়? বাতাসে মিশে বাতাসকেও কি তেজস্ক্রিয় করে না?

যাহির সাহেব বলেন, পরমাণু চুল্লিগুলির মধ্যেও সুরক্ষা ব্যবস্থা থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'যে প্রক্রিয়ায় এটিকে বাষ্পীভূত করে ঠাণ্ডা করা হয়, তাতে কি সমস্ত পানি এর মধ্যেই থাকে, সমস্ত পানি কঠিন বস্তুতে পরিণত হয় না কি কিছু অংশ বাতাশেও মেশে?

যাহি সাহেব বলেন, কিছু বাষ্প হয়ে বাতাসেও উবে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এই বাষ্পীভবনের ফলে বায়ু দুষণ হয় না?

যাহির সাহেব বলেন, এই জলাশয়গুলির উপরের দিক মুখ বন্ধ থাকে, যার মধ্যে চল্লিশ ফুট গভীরতায় এই কন্টেনারগুলি রাখা হয়। তাই বাষ্প বায়ুমণ্ডলে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এর অর্থ হল যে বাষ্প তৈরী হয় এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে জলকণায় পরিণত হয় এবং পুনরায় সেই কন্টেনারে জমা পড়বে? এগুলি কি রেডিয়েশনমুক্ত হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন.'এই প্রক্রিয়া চলতে চলতে একটা সময় এটি সম্পৃক্ত অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন সেই পানিকে কোথাও না কোথাও বর্জ্য হিসেবে ফেলে দিতে হবে?

যাহির সাহেব বলেন, 'এই পানি রেডিও এক্টিভিটি দ্বারা এক সময় সম্পৃক্ত হয়ে পড়েব, তখন তাকে এই একই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে হয়। অর্থাৎ সিসার সঙ্গে গলিয়ে কঠিন ধাতুতে পরিণত করার পর ডাম্প করা হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই পানি তো আর একশ শতাংশ কঠিনে পরিণত হয় না। পানি কিভাবে একশভাগ কঠিনে পরিণত হতে পারে? কিছুটা তো বাষ্প তৈরী হবেই। অতএব এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া, আর একটি বিপদ সামনে আসবে। কাজেই মানুষ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের সন্ধানে কেবল নিজের বিপদই ডেকে এনেছে। যাক, আপনি কিছুটা হলেও, মানুষের সেবা তো করছেনই, এটি করাও তো মানব সেবা। আপনি তৈরী না করে এটিকে সুরক্ষিত উপায়ে রেখে দেওয়ার বিষয়ে গবেষণা করছেন। ভাল গবেষণা।

এক ছাত্র প্রশ্ন করে, ব্যবহারের পর বার করার সময় এই রডগুলির তাপমাত্রা কত থাকে? ইন্টারিম স্টোরেজের মধ্যে জলের তাপমাত্রা কত থাকে?

যাাহির সাহেব বলেন, ৩ হাজার মেগাওয়াট/ কিউবিক মিটার এর থার্মাল আউটপুট থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে না? এত বিশাল থার্মাল মেগা পাওয়ার যে আউপপুট হচ্ছে, তা শক্তিতে রূপান্তরিত করলে এই বর্জ্যগুলিকেও কাজে লাগানো যেতে পারে। এই বর্জ্যকে পুনরায় ব্যবহার করা যায় না। এত মেগাওয়াট যে বিদ্যুত উৎপাদন করছে, এর দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করতে পারে। আর কেবল শক্তি উৎপাদনই নয়। এটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে না?

যাহির সাহেব বলেন, এর সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তাও থাকে যা আমাদের হ্যাণ্ডেল করতে হয়, এই জন্য কাজটি কঠিন।

হুযুর আনোয়ার জানতে চাইলে ছাত্রটি উত্তর দেয়, সে পাকিস্তান থেকে স্নাতক হয়েছিল আর এখানে স্নাতকোত্তর কোর্স করেছে।

প্রশ্নকর্তা ছাত্রটি জিজ্ঞাসা করে যে, আমাদের কাছে তাপমাত্রা পরিমাপের কি কোনও যন্ত্র নেই?

হুযুর আনোয়ার বলেন: টেম্পেরেচার গেজ একটা মাত্রা পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারে, এরপর অসীমত্ব প্রকাশ করতে থাকে। এই অসীমত্বকে পরিমাপ করার মত কোনও উপকরণ নেই?

যাহির সাহেব বলেন: বর্তমানে রেডিয়েশনের সঙ্গেই তাপমাত্রা পরিমাপের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

জার্মানীর আমীর সাহেব প্রশ্ন করেন, জার্মান সরকার আগামী পনেরো বছরে পরমাণু বিদ্যুত কেন্দ্রগুলি বন্ধ করে দেওয়ার এবং তার থেকে বিদ্যুত উৎপাদন না করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আপনি কি সেটির প্রশংসা করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, আমি তো করব। অনেক সময় লাগবে, কয়েক প্রজন্মের পরই হয়তো তা সম্ভব হবে।

এক ছাত্র প্রশ্ন করে, যদি কাঙ্খিত পরিণাম না পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে গবেষণাপত্রের ভবিষ্যত কি হবে?

যাহির সাহেব বলেন: প্রত্যেক গবেষণা থেকে আমরা কিছু শিখি, নতুন পথ উন্মোচিত হয়। আমি এমন একটি সফ্টওয়ার ব্যবহার করছি, যা পূর্বে ব্যবহার করি নি। এটি আমি অন্যান্য ধাতুর ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারব। তাই সব সময় উপকারই পাব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: গবেষণা অর্থ কি? আপনি যদি চূড়ান্ত পরিণামে উপনীত হন, তবে তা ইন্ডাস্ট্রীতেই পোঁছে গেল। এখন তো গবেষণা হচ্ছে আর কেবল এতটুকু প্রমাণ করতে পেরেছেন যে এর থেকে উন্নত ধাতু বা উপাদান আছে, গবেষণা এখনও চূড়ান্ত হয় নি। ভবিষ্যতে যদি এ বিষয়ে আরও উন্নতি হয়, তবে তিনি আপনাদেরকে অবহিত করবেন। কিন্তু আমার মতে আপনাদের জীবনকালে তা সম্ভব নয়।

সিলিকন কার্বাইডের বিষয়ে তাঁর কাছে কোন অভিজ্ঞতা আছে কি না প্রশ্ন করা হলে যাহির সাহিব বলেন, এখনও এর উৎপাদন শুরু হয় নি, তবে এর মডেল নমুনা তৈরী হয়ে গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি মডেল নমুনাগুলিকে কতক্ষণ রেখে দেখেছেন? এমন কোনও পরিমাপ এমন আছে যার দ্বারা বোঝা সম্ভব যে পূর্বের ধাতু থেকে বেশি রেডিওএক্টিভিটির বিকিরণ হচ্ছিল আর এখন তা হ্রাস পেয়েছে?

যাহির সাহেব বলেন, মডেলগুলিকে বাহ্যিকভাবে পরীক্ষা করা তো আর সম্ভব নয়।

সব শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন: সারসংক্ষেপ এই যে, গবেষণা এখন মাঝপথে আছে, চূড়ান্ত পরিণাম আসার পর আপনাদেরকে জানাব।

আরও এক ছাত্র নিবেদন করে,' কম্পিউটিনেশন সাইন্সের প্রোগাম নিয়ে পড়াশোনা করছি, যার কাজ হল এসেমিলেশন করা। আপনার পরামর্শে আমি নিউরো সাইন্সে স্পেসালাইযেশন করেছি। আমরা যখন একবার নিউরো সাইন্স নিয়ে পড়াশুনার এগোয়, তখন যন্ত্রপাতি সম্পর্কে জানা এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) নিয়েই থাকে আমাদের শিক্ষার সিংহভাগ। একবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স নিয়ে কথা হয়েছিল, কিন্তু তা কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। আপনি কিছু কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। আপনি জানতে চেয়েছিলেন যে এগুলি সেই পথেই কাজ করে, যেভাবে আগে থেকেই তাদের মধ্যে প্রোগ্রাম করা থাকে। এ বিষয়ে আমি একটি কোর্স করেছিলাম। সেই কোর্সে আমাদের প্রফেসর বুঝিয়েছিলেন, আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্সে যত প্রকার প্রযুক্তি আছে, মেশিন লার্নিং হোক বা পরিসংখ্যন বিদ্যা হোক, সেগুলি আমাদের মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি হয়তো একথায় বলেছিলাম যে, আপনি যা কিছু আগে থেকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়েছে, সেগুলির উত্তরই সে দিবে। আর যা তাকে শেখানো হয় নি সেগুলির উত্তর দিবে না।

ছাত্র: আজ্ঞে, আপনি এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। এই দিক থেকে দেখতে গেলে এই সিস্টেমটিকে এভাবে সেটআপ করতে পারেন যেখানে আপনার জন্য এমনটি আবশ্যক নয় যে উত্তর জানতেই হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: উত্তর জানতে হবে এমনটি জরুরী নয়, কিন্তু আপনি এমনিই কোনও একটি করে চলেছেন, আর যে কোনও উত্তর চলে এলে সেটিকে প্রমাণ করার জন্য আপনি নিজের মস্তিষ্কে

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

লোকদের মাঝে সে-ই আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী যে ব্যক্তি মুত্তাকী- সে যে-ই হোক আর যেখানেই থাকুক না কেন।

মহানবী (সা.) যখন তাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন তখন তিনি বলেন,তুমি বিলাসিতাপূর্ণ জীবন পরিহার করে চলো, কেননা আল্লাহ্‌র বান্দারা আরাম আয়েশের জীবন অবলম্বন করে না।

আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ ও উপদেশাবলী মেনে চলাই হলা প্রকৃত মিলাদুন্নাবী উদযাপন করা

আঁ হযরত (সা.) এর মর্যাদাবান বদরী সাহাবী ক্বারী, রসুল প্রেমী, ধর্মজ্ঞানী হযরত মুআয বিন জাবাল এবং উহদের যুদ্ধের প্রথম শহীদ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৩০ শে অক্টোবর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৩০ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন: গত খুতবায় হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছিল যার ধারাবাহিকতা আজও অব্যাহত থাকছে। হযরত মুআয (রা.) ছিলেন অতিশয় দানশীল,(মানব কল্যাণে) অনেক বেশি ব্যায় করতেন । যেকারণে প্রায় সময় তাকে ঋণ করতে হতো। ঋণদাতারা অনেক বেশি বিরক্ত করলে তিনি কিছু দিন ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। তখন মানুষ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর হযরত মুআযের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্ত অর্থ উদ্ধার করিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করে। তিনি (সা.) লোক মারফৎ হযরত মুআয (রা.)কে ডেকে পাঠান। হযরত মুআয (রা.)-এর ঋণ যখন তার সমস্ত সম্পত্তির মূল্যের চেয়ে অধিক হয়ে গেল তখন মহানবী (সা.) বললেন, যে ব্যক্তি নিজের অংশ ছেড়ে দেবে, খোদা তার প্রতি কৃপা করবেন। অতএব কিছু লোক নিজেদের প্রাপ্য মাফ করে দিল কিন্তু কিছু লোক তারপরও প্রাপ্য অর্থ দাবি করতে থাকল। মহানবী (সা.) মুআয (রা.)-এর সমস্ত সম্পত্তি ঐ লোকদের মাঝে বিতরন করে দিলেন। তবুও পুরো ঋণ পরিশোধ হল না বরং প্রত্যেকেই প্রাপ্য অর্থের কিছুটা পেল তবে ঋণদাতারা চাপ দিয়ে বলতে লাগলো, আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য বাকি অর্থও পরিশোধ করা হোক। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের অবশিষ্ট প্রাপ্য ছেড়ে দাও কেননা এর বেশি দেওয়া সম্ভব না, এগুলোই নিয়ে যাও। যখন হযরত মুআয (রা.)-এর কাছে আর কোন কিছুই অবশিষ্ট থাকল না তখন মহানবী (সা.) তাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করলেন এবং দোয়া দিয়ে বললেন, আল্লাহ্ অচিরেই তোমার লোকসান পুষিয়ে দেবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮৮) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪০-৪৪১) (সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০২)

সেই মুহূর্তে মহানবী (সা.) হযরত মুআয (রা.)কে আরো বলেন, হে মুআয! তোমার ঋণের পরিমান অনেক বেশি;তাই, যদি কেউ তোমাকে কোন উপঢৌকন দেয় তবে তা স্বানন্দে গ্রহণ করবে, আমি তোমাকে এর অনুমতি দিচ্ছি। (সীয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪৬) তিনি (সা.) বললেন, তোমার উপহার গ্রহণের অনুমতি রয়েছে।এমনিতে উপঢৌকন নেওয়া দোষের কিছু না, বরং বলা হয়, এর ফলে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় তাই পরস্পর উপঢৌকন আদান-প্রদান করা উচিত।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে ইয়েমেনে (প্রতিনিধি হিসেবে) পাঠিয়েছেন। তিনি (সা.) বিশেষভাবে বলেন এই প্রতিনিধিত্বের সুবাদে যদি তোমাকে লোক উপঢৌকন দেয়, তাহলে তুমি তা গ্রহণ করতে পার। সাধারণত সেই উপঢৌকন বায়তুল মালের জন্য অথবা মহানবী (সা.)-এর জন্য দেওয়া হতো। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাকে যখন ইয়েমেনে প্রেরণ করেন তখন (যাত্রাকালে) উপদেশ দেওয়ার জন্য তার সাথে বাইরে আসেন। হযরত মুআয (রা.) বাহনেই বসে ছিলেন আর মহানবী (সা.) তার বাহনের পাশাপাশি হাঁটছিলেন। মহানবী (সা.)-এর কথা শেষ হলে বলেন, হে মুআয! সম্ভবত আগামী বছর তোমার সাথে আমার আর দেখা হবে না এবং হতে পারে- তুমি আমার মসজিদ এবং আমার কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবে। হযরত মুআয মহানবী (সা.)-এর সাথে বিচ্ছেদের এই বাণী শুনে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। এরপর মহানবী (সা.) পবিত্র চেহারা মদীনার দিকে ঘুরিয়ে বললেন, লোকদের মাঝে সে-ই আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী যে ব্যক্তি মুত্তাকী- সে যে-ই হোক আর যেখানেই থাকুক না কেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৯)

অপর এক বর্ননায় রয়েছে, মহানবী (সা.) এ উপলক্ষে হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) কে বলেন , অচিরেই তুমি এমন লোকদের কাছে যাবে যারা আহলে কিতাব। তুমি তাদের কাছে পৌঁছে তাদেরকে এ স্বাক্ষ্য প্রদানের আহ্বান জানাও যে , আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসূল। যদি তারা তোমার এই কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে এই কথা বল যে, আল্লাহ্ তাদের জন্য প্রতি দিন-রাতে পাঁচ বেলার নামায নির্ধারণ করেছেন। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে কথা বল যে, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সদকা বা জাকাত নির্ধারণ করেছেন যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে দরিদ্রদের দেওয়া হবে। যদি তারা তোমার এই কথাও মেনে নেয় তাহলে সাবধান তাদের সর্বোত্তম সম্পদ সদকা বা জাকাত হিসেবে নিবে না বরং মধ্যম মানের সম্পদ নেবে আর অত্যাচারিত ব্যক্তিরআর্তনাদকে ভয় কর এই জন্য যে, তার ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরায় নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৪৭)

মজলুমের আহাজারিকে ভয় করার বিশেষভাবে নসিহত করেন কেননা তার আর্তনাদ ও আল্লাহর মাঝে কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)কে মহানবী (সা.) ইয়েমেনে কাজী নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (রা.) তাদেরকে কুরআন ও ধর্ম শিখাতেন। তাদের মাঝে মীমাংসা করতেন। ইয়ামেনে নিযুক্ত কর্মকর্তারা যে যাকাত একত্রিত

করত তারা তা হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এর কাছে পাঠাতো। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে মহানবী (সা.) ইয়েমেনের ব্যাপস্থাপনা পাঁচজন সাহাবীর স্কন্ধে অর্পণ করেছিলেন। এরা হলেন–হযরত খালিদ বিন সাঈদ, হযরত মুহাজের বিন উমাইয়াহ্, হযরত যায়েদ বিন লাবীদ, হযরত মুআয বিন জাবাল ও হযরত আবু মুছা আশআরী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

(আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬০)

অর্থাৎ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছিলএই পাঁচ জনের স্কন্ধে।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) বর্ননা করেন যে, যখন মহানবী (সা.) আমাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন তখন নির্দেশ দেন প্রত্যেক ত্রিশটি গরুর জন্য জাকাত হিবেবে একটি এক বছরের গাভী নিবে আর চল্লিশটি গরুর জন্য দুই বছরের গরু নিবে অর্থাৎ যাকাতের হার বা নিসাব বর্ননা করছেন। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক থেকে এক দিনার বা তার মূ ল্যসমান মুয়াফেরা আদায় করবে যা একপ্রকার ইয়েমেনি কাপড়। মুয়াফেরা একটি গোত্রের নাম ছিল যারা এই কাপড় বানাতো তাদের নামে এরও নাম পড়ে যায়। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল এর বর্ণনায় আছে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৮)

আল্লামা ইবনে সাআদ বলেন, হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.)'র পা খোঁড়া ছিল। ইয়েমেন স্থানান্তরিত হওয়ার পর তিনি নামায পড়ান এবং তাঁর পায়ের অসুবিধার কারণে পা ছড়িয়ে বসেন। অর্থাৎ পা সামনের দিকে বা ডান দিকে ছড়িয়ে দেন অর্থাৎ খোঁড়া পা ছড়িয়ে দেন। লোকেরাও (তাঁর অনুকরণে) নিজেদের পা ছড়িয়ে বসলো। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) নামায শেষে বলেন, তোমরা আমার অনুকরণ করে ভালো করেছ কিন্তু ভবিষ্যতে এমনটি আর করবে না। আমার পায়ের কষ্টের কারণে নামাযের সময় আমি আমার পা ছড়িয়ে বসে ছিলাম।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪২)

এর অর্থ হলো, আমাকে দেখে তোমরা আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছ তা; তা সব দিক থেকে প্রশংসনীয়। আনুগত্য এভাবেই হওয়া উচিত আর্থাৎ ইমামের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আনুগত্য করা উচিত কিন্তু এটি একান্তই আমার অপারগতা; সুন্নত নয়। আর যার কোন ধরণের অপারগতা নেই সে যেন সঠিকভাবে নামায আদায় করে অর্থাৎ বিধান অনুযায়ী, আমাদের সামনে মহানবী (সা.)–এর আদর্শ অনুযায়ী যথাযথভাবে নামায আদায় করা উচিত। হযরত মু'আয (রা.) ইয়েমেনের বাইতুল মালের অর্থ ব্যবসায় লগ্নি করেছেন আর এ থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ থেকে নিজের ঋণ পরিশোধ করেন। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্ তা'লার সম্পদ ব্যবসায় লাগিয়েছেন এবং মহানবী (সা.)–এর অনুমতি সাপেক্ষে বিভিন্ন উপঢৌকন সামগ্রী গ্রহণ করেন। একপর্যায়ে তাঁর নিকট ত্রিশটি মেষ জমা হয়ে গেল।

(সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৫) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৪০৪)

কেবল ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যেই মহানবী (সা.) তাঁকে এই অনুমতি প্রদান করেন। লভ্যাংশ থেকে কিছু কিছু ঋণ পরিশোধ করতেন। অথবা তিনি লভ্যাংশ গ্রহণ না করলেও হয়ত লভ্যাংশ থেকে নিজের পারিশ্রমিক নিতেন। এ–ও হতে পারে, ব্যবসায় তার যে লাভ হতো, তাথেকে নিজের পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু গ্রহণ করতেন অর্থাৎ যে পরামর্শ ও শ্রম দিতেন, এটি তার বিনিময় ছিল আর মহানবী (সা.) এর অনুমতি প্রদান করেছিলেন, যেন ঋণ পরিশোধ করা যায়। একথাই যৌক্তিক মনে হয় যে তিনি লভ্যাংশ থেকে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন কিংবা একটি নির্দি ষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ গ্রহণ করতেন। যা–ই হোক না কেন, মহানবী (সা.)–এর অনুমতিক্রমেই ছিল।

মহানবী (সা.)–এর মৃত্যুর পর যখন হযরত মুআয হজ্জ করতে আসেন, তখন হযরত উমরের সাথে দেখা করেন, যাকে হযরত আবু বকর হজ্জের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। 'তারভিয়া'র দিন হযরত উমর ও হযরত মুআযের সাক্ষাৎ হয়; দু'জন পরস্পর আলিঙ্গান করেন এবং একে অপরের কাছে রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর বিয়োগ বেদনার বহিঃপ্রকাশ করেন। এরপর দু'জন মাটিতে বসে আলাপ করতে থাকেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪১)

একটি ইতিহাসগ্রন্থ 'আলইস্তিআব এ লেখা রয়েছে, "হযরত মুআয অত্যন্ত দানশীল ছিলেন এবং এই দানশীলতা ও বদান্যতার কারণে এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল যে তার যাবতীয় সহায়–সম্পত্তি ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। তিনি মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হন এবং তাঁর (সা.) কাছে অনুরোধ করেন যেন তিনি (সা.) পাওনাদারদেরকে তার ঋণ মুকুব করে দিতে বলেন।" একটু আগেই যা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি–ই অপর এক বরাতে বর্ণিত হচ্ছে। "তিনি (সা.) তার পাওনাদারদের বলেন, কিন্তু তারা ঋণ মওকুফ করতে অস্বীকৃতি জানায়।" বর্ণনাকারী লিখেন, "যদি কেউ কারও খাতিরে কারও ঋণ মুকুব করার থাকতো তাহলে, তবে রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর খাতিরে তারা হযরত মুআয বিন জাবালের ঋণ মুকুব করে দিতো। সবচেয়ে বড় মর্যাদা ছিল মহানবী (সা.)–এর; তাঁর খাতিরেই কেউ তার পাওনা মুকুব করতে পারতো কিংবা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে পারতো। পুনরায় রসূলুল্ল াহ্ (সা.) হযরত মুআয বিন জাবালের ঋণ মুকুব করার আহ্বান করেন; কিন্তু যেমনটি পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে তা সত্ত্বেও কয়েকজন ঋণ মুকুব করে নি এবং বলে, 'হে আল্লাহ্র রসূল, আমরা তো পাওনা ফেরত নেব!' যা–ই হোক, রসূলুল্লাহ্ (সা.) তখন ঋণ পরিশোধের জন্য হযরত মুআয বিন জাবালের সহায়–সম্পত্তি প্রভৃতি বিক্রি করে দেন এবং হযরত মুআয বিন জাবাল রিক্তহস্ত হয়ে যান। এরপর যে বছর মক্কা–বিজয় হয়, সেবছর রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত মুআযকে ইয়েমেনের একটি অংশের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন।" এখানে বিষয় আরও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তাকে আমীর বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আমীর হিসেবে উপহার–উপঢৌকন ইত্যাদি যা–ই পেতেন সেটি সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে তা বায়তুল মালের হবে। তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্র সম্পদ দিয়ে অর্থাৎ বায়তুল মালের সম্পদ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর তিরোধান হয় এবং তিনি সচ্ছলতা ফিরে পান।" এই সময়ের ভেতর ব্যবসায় তার লাভ হতে থাকে এবং তিনি যে অংশ নিতেন– তা নিতে থাকেন; সচ্ছল হয়ে যান। "এরপর তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন হযরত উমর হযরত আবু বকরকে বলেন, তাকে [অর্থাৎ হযরত মুআযকে] ডেকে পাঠান এবং তার প্রয়োজনের জিনিসগুলো ছাড়া বাকি জিনিস তার কাছ থেকে ফেরত নিয়ে নিন। মহানবী (সা.) ঋণ পরিশোধের অনুমতি দিয়েছিলেন; এখন ঋণ পরিশোধ হয়েছে। যেসব জিনিস একজন মানুষের প্রয়োজন হয়, সেগুলো তার কাছে থাকুক; কিন্তু এখন যে প্রাচুর্য লাভ হয়েছে– [হযরত উমরের মতে] এটি হওয়া উচিত ছিল না। তাই এই জিনিসপত্র বাদে বাকি সব ফেরত নিয়ে নিন। বিষয়টি এখন হযরত আবু বকরের কাছে উত্থাপিত হয়। মহানবী (সা.) এর প্রতি হযরত আবু বকরের যে গভীরভাবে অনুরাগ ছিল সেকারণে, তার কাছে এটিঅসহনীয় যে 'রসূলুল্লাহ্(সা.) একটি বিষয়ের অনুমতি দিবেন, আর আমি সেই সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত দেব'। তাই হযরত আবু বকর বলেন, 'তাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) পাঠিয়েছিলেন, আর তাকে একথা বলে পাঠিয়েছিলেন যে 'তুমি ব্যবসা করতে পার এবং কিছু অংশ নিতে পার'; তাই তিনি যদি স্বেচ্ছায় না দেন, আমি তার কাছ থেকে কিছু নেব না।'আমি নিজে থেকে চাইব না। মহানবী (সা.)–এর নির্দেশে তিনি গিয়েছিলেন এবং তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে উপঢৌকন এবং অন্যান্য জিনিস গ্রহণ করতেন, আমাকে তিনি নিজে থেকে দিলে ঠিক আছে অন্যথায় আমি বলবো না। হযরত উমর (রা.) হযরত মুআযের কাছে গেলেন। হযরত উমরও কতিপয় নীতিতে খুবই কঠোর ছিলেন। তিনি (রা.) হযরত মুআয (রা.)–এর কাছে যান এবং তার কাছে উক্ত বিষয়ের উল্লেখ করেন। হযরত মুআয (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) আমাকে সেখানে পাঠিয়েছেন, আমার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য; সুতরাং আমি কিছুই দিব না। বিভিন্ন রেওয়ায়েত ও সীরাত গ্রন্থ থেকে এটিও স্পষ্ট হয় যে, তার পুরো জীবনে খুব স্বল্প সময়ের জন্যই স্বচ্ছলতা এসেছিল কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি মানুষের মাঝে ধন–সম্পদ বণ্টন করে দিতেন। কিছু রেওয়ায়েত এমনও উল্লেখ হবে যেগুলো থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি কীভাবে তা বিলিয়ে দিতেন। এরপর হযরত মুআয হযরত উমর (রা.)–এর কাছে গিয়ে বলেন, আমি আপনার কথা মানছি। প্রথমে হযরত উমর (রা.)–কে জবাব দিয়ে বলে

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

দিয়েছিলেন আমি কিছুই দিব না কিন্তু স্বল্পকাল পর হযরত উমরের কাছে গিয়ে বলেন, ঠিক আছে আমি আপনার কথা মেনে নিচ্ছি আর আপনি আমাকে যা করতে বলেছেন আমি তা-ই করবো। কেননা, আমি স্বপ্ন দেখেছি।(কিছুদিন পরেই গিয়ে থাকবেন কেননা এখানে স্বপ্নের উল্লেখ রয়েছে) তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি, আমি পানিতে ডুবে যাচ্ছি আর আপনি অর্থাৎ হযরত উমর আমাকে বাঁচিয়েছেন। এরপর হযরত মুআয হযরত আবু বকরের সমীপে এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করে কসম খেয়ে বলেন, আমি আপনার কাছে কোন কিছুই গোপন করবো না। যা কিছু আমি নিয়েছি আর যেভাবে নিয়েছি আমার সব কিছুই আপনার সামনে রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি আপনার কাছ থেকে কিছুই নিবো না। আপনি আপনার সব কিছু অর্থাৎ হিসাব নিকাশ আমাকে খুলে বলেছেন কিন্তু আমি কিছুই নিবো না। আমি আপনাকে এসব কিছু উপঢৌকন বা উপহার হিসাবে দিয়ে দিলাম। হযরত উমর বলেন, চমৎকার সমাধান।

(আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪৬১)

হযরত উমরও সাথে ছিলেন বিষয় সামনে আসে তিনি বলেন হ্যাঁ, এখন যেহেতু যুগ খলীফা সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। যা কিছুই আছে তা হযরত মুআয'কে স্বয়ং আবুবকর দিচ্ছেন। হযরত উমর বলেন, এটি যথাযথ হয়েছে অর্থাৎ তিনি পূর্ণ আনুগত্যের সাথে সব মেনে নিয়েছেন। তাঁর এসব নিয়ে কোন মাথাব্যাথা ছিল না যে, কেন নেওয়া হচ্ছে না বরং তার চিন্তা ছিল, মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর এখন এই সিদ্ধান্ত যুগ খলীফার পক্ষ থেকে হওয়া উচিত অর্থাৎ তিনি খরচ করতে পারবেন কি পারবেন না বা নিজের কাছে সম্পদ রাখতে পারবেন কি পারবেন না। প্রথমে হযরত উমর বায়তুল মালে ফেরত নেয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) যখন সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন যে, এসব গ্রহণ করবো না বরং উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে দিচ্ছি তখন হযরত উমরের কাছে আর কোন ওযর-আপত্তি ছিল না, তিনি নীরবে বললেন, ঠিক আছে এটি এই পুরো বিষয়ের চমৎকার সমাধান হয়েছে। এখানে আরো স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ তা'লাও তখন পর্যন্ত এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করেন নি যতক্ষণ হযরত মুআযের প্রয়োজন পূর্ণ হয় নি। এরপর যখন মহানবী (সা.)-এর তিরোধান হলো আর তার প্রয়োজন মিটে গেলো, স্বচ্ছলতাও আসলো, ঋণের বোঝাও নেমে গেল তখন স্বপ্নেস্বয়ং আল্লাহ তা'লাই হযরত মুআযের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করেছেন যে, এখন নিজের সহায়-সম্পদেই জীবন যাপন কর। এখন এসব উপঢৌকন তুমি আমীর হিসাবে নিজের জন্য নেওয়ার অধিকার রাখ না আর বাইতুল মাল থেকেও খরচ করতে পারবে না। অবশ্য এর পর তিনি বেশিদিন সেখানে ছিলেনও না যাহোক সংক্ষিপ্তভাবে এ হলো বিষয়ের ব্যাখ্যা।

হযরত মুআয (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েত, মহানবী (সা.) যখন তাকে ইয়ামেনে পাঠাতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন তুমি কীভাবে মীমাংসা করবে? তিনি নিবেদন করেন, আমি আল্লাহর গ্রন্থ অর্থাৎ কুরআন থেকে সিদ্ধান্ত দিব। মহানবী (সা.) বলেন, যদি আল্লাহর কিতাবে সে বিষয়ে কোন হুকুম বা বিধান না থাকে? তিনি নিবেদন করেন, তাহলে আল্লাহর রসূলের সুন্নতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রদান করবো। তিনি (সা.) বলেন,যদি আল্লাহর রসূলের সুন্নতেও এর বিধান না পাও? তিনি বলেন, আমি ইজতেহাদের মাধ্যমে অর্থাৎ নিজের বিবেক খাটিয়ে সিদ্ধান্ত দিব আর এতে আমি কোন ঘাটতি থাকতে দিবো না। হযরত মুআয (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এসব কথা শুনে আমার বুকে হাত রেখে বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আল্লাহ্‌র রসূলের দূতকে এমন কথা বলার তৌফিক দিয়েছেন যা আল্লাহর রসূলের সন্তুষ্টির কারণ হয়েছে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৭)

হযরত মুআয (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) যখন তাকে ইয়ামেনে প্রেরণ করেন তখন তিনি বলেন,তুমি বিলাসিতাপূর্ণ জীবন পরিহার করে চলো, কেননা আল্লাহ্‌র বান্দারা আরাম আয়েশের জীবন অবলম্বন করে না।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড,পৃ: ৩৭৫)

এর মাধ্যমে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয় যে, যে সমস্ত উপহার সামগ্রী, ব্যবসা বাণিজ্যের সম্পদ ছিল তাঋণ পরিশোধ করার জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।মহানবী (সা.) জানতেন যে, তিনি দানশীল ও গরীবদের সাহায্যকারী তাই এসব ক্ষেত্রেই ব্যয় করবেন। কিন্তু এরপরও তিনি (সা.) তাকে এই নসীহত করেন যে, এসবের অনুমতি আমি তোমাকে বিলাসী জীবন-যাপনের জন্য দিচ্ছি না বরং তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দিচ্ছি। বিলাসী জীবন এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত মুআয (রা.) বলেন, ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার জন্য আমি যখন বাহনে উঠার জন্য রেকাবে পা রেখেছি তখন মহানবী (সা.) আমাকে তাঁর যে শেষ নির্দেশ প্রদান ক রেছেন তা হলো, মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে, লোকদের সাথে উত্তম আচরণ করবে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৯)

বর্তমানে মুসলমানদের অবস্থা দেখুন তারা কি এমন করছে? সিরাতুন্নবী ও মিলাদুন্নবী তারা উদযাপন করছে। মিলাদুন্নবী উদযাপনের মূল দাবী হল, রসুল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ এবং তাঁর উপদেশ মেনে চলা।

হযরত মুআযকে যখন রসূল করীম (সা.) ইয়ামেনের শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন তখন তার পদমর্যাদা এভাবে ব্যক্ত করেন, ইন্নি বাআসতু লাকুম খায়রা আহলি অর্থাৎ আমি আমার লোকদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি।

(সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০২)

ইবনে আবু নাজী' থেকে বর্ণিত, রসূল করীম (সা.) হযরত মুআযকে ইয়ামেনবাসীদের জন্য শাসক নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং ইয়ামেনবাসীদের লিখেন যে, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য আমাদের লোকদের মাঝে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী ও ধার্মিক ব্যক্তিকে শাসক নিযুক্ত করেছি। এক হাদীসে রয়েছে,মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের রেওয়ায়েত,হযরত মুআয (রা.) থেকে বর্ণিত, রসুল করীম (সা.) আমাকে দশ'টি বিষয়ের নসীহত করতে গিয়ে বলেন, প্রথম কথা হল, তোমাকে হত্যা করা হলেও বা পুড়িয়ে ফেললেও আল্লাহ তা'লার সাথে কাউকে শরীক করবেনা। দ্বিতীয়ত তোমাকে ঘর বাড়ি ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে দিলেও পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে না। কোন কিছু না দিলেও পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা যাবে না। তৃতীয়ত, জেনে শুনে ফরজ নামায পরিত্যাগ করোনা কেননা জেনে শুনে ফরজ নামায পরিত্যাগকারী আল্লাহ তা'লার দায়িত্ব ও নিরাপত্তার গণ্ডি থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। এরপর বলেছেন, মদ পান করোনা কেননা মদ সকল অশ্লীলতার মূল। তারপর বলেন, পাপ এবং অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক কেননা পাপের কারণে আল্লাহ তা'লার অসন্তুষ্টি বর্ষিত হয়। তারপর বলেন, শত্রুর মুখোমুখি হলে পালায়ন করবে না। যদি শত্রুর মুখোমুখি হয়ে যাও তাহলে মানুষ মারা গেলেও ভয়ে পালিয়ে যেয়ো না। তারপর বলেন,মানুষ যদি প্লেগের মত মহামারীতে আক্রান্ত হয় আর তুমি তাদের মাঝে থাক তাহলে নিজ স্থানেই থাকবে। প্লেগ মহামারী বা ব্যপকভাবে কোন সংক্রামক ব্যাধি ছড়ায় আর তুমি মহামারী কবলিত এলাকায় থাক তাহলে যেখানে আছ সেখানেই থাকবে।এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য সাধ্য অনুসারে খরচ করো, যতটা সাধ্য আছে সে অনুযায়ী ব্যয় করো। তাদের যথাযথ অধিকার প্রদান করো। তাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদীক্ষা ও তরবিয়তের বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করবে না। তাদের তরবিয়ত সঠিকভাবে করতে হবে, উত্তম তরবিয়তের লক্ষ্যে কোথাও যদি সামান্য কঠোরতার প্রয়োজন হয় তা-ও করো। আর তাদেরকে বারবার খোদাভীতির কথা স্মরণ করাও। এই দশ'টি কথা মহানবী (সা.) তাকে বলেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড,পৃ: ৩৬৬)

হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) হযরত মুআয (রা.)-কে বলেন, হে মুআয! আমি তোমাকে নিজের স্নেহশীল ভাইয়ের মত উপদেশ দিচ্ছি।আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করার উপদেশ দিচ্ছি, রুগীর সেবা করার উপদেশ দিচ্ছি, বিধবা এবং দুর্বলদের প্রয়োজন

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

মিটানোর উপদেশ দিচ্ছি। অভাবী ও গরীব-মিসকিনদের সাথে বসা, তাদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শন করা, সদা সত্য কথা বলা এবং এ বিষয়ের উপদেশ দিচ্ছি যে,আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কার যেন তোমার পথে বাধ না সাধে।

(কুনযুল আমাল, খণ্ড-১৫,পৃ: ৯০৩)

হযরত উমর (রা.) একবার তার সাথীদের বলেন, তোমরা কোন কিছুর বাসনা ব্যক্ত কর । তখন কেউ বলল, আমি চাই আমার ঘর যেন স্বর্ণে ভরে যায়, আমি তা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবো বা দান করবো। এক ব্যক্তি বলল, আমার ইচ্ছা হলো এই বাড়ি মণি-মানিক্যে ভরে যাক যেন তা আমি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ ও দান-খয়রাত করতে পারি। দেখুন! কত আশ্চর্যজনক ও মহান বাসনা ছিল সাহাবীদের (রা.)! অতঃপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আরো কোন কিছুর আকাঙ্খা ব্যক্ত করো। তারা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা বুঝতে পারছি না যে, কী বাসনা ব্যক্ত করবো? হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার বাসনা হল, এই ঘর হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.), হযরত মাআয বিন জাবাল (রা.), হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস সালেম এবং হযরত আবু হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)-এর মত মানুষে যেন পূর্ণ হয়ে যায়।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৫২)

পূর্বেও এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে আর এবারও হযরত মাআয বিন জাবাল (রা.)-এর বরাতে এসে গেল।হযরত মাআয (রা.) ৯-১১ হিজরী পর্যন্ত ২ বছর ইয়ামেনে ছিলেন।

(সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০৫)

একবার হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) একটি থলিতে ৪০০ দিনার রেখে তার ক্রীতদাসকে বলেন, এটি আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর কাছে নিয়ে যাও। বিগত খুতবাতেও হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এটি বর্ণনা করা হয়েছিল কিন্তু এর অবশিষ্ট বিবরণ রয়ে গিয়েছিল। তাই আমি এখন পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরছি। (তিনি ভৃত্যকে বলেন)তার ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখবে যে, তিনি সেই অর্থ কী কাজে লাগান? ভৃত্য থলি নিয়ে তার বাড়িতে যায় এবং বলে, আমীরুল মু'মিনীন আপনার জন্য এটি পাঠিয়েছেন, আপনি নিজের চাহিদা পূরণের জন্য এটি ব্যবহার করুন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করুন। তারপর নিজ দাসীকে ডেকে বলেন, এই ৭ দিনার অমুককে, এই ৫ দিনার অমুককে এবং এই ৫ দিনার অমুককে দিয়ে আসো। এভাবে পুরো অর্থই বিলিয়ে দেন। অর্থাৎ দাসীর হাতে বিভিন্ন গরীব ঘরে সেগুলো প্রেরণ করেন। এরপর হযরত উমর (রা.)-এর সেই ভৃত্য ফিরে এসে তাঁকে পুরো ঘটনা বর্ণনা করে শুনায়। একইভাবে হযরত উমর (রা.) সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ হযরত আবু উবায়দা (রা.)-কে যে পরিমাণ পাঠিয়েছিলেন তদ্রুপ একটি থলি অর্থাৎ সমপরিমান অর্থ হযরত মাআয (রা.)-এর জন্যও প্রস্তুত রেখেছিলেন। তারপর তিনি (রা.) তাঁর ভৃত্যকে বলেন, এটি হযরত মুআয (রা.)-এর নিকট নিয়ে যাও আর তার বাড়িতেও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখবে যে, তিনি এটি দিয়ে কী করেন? সুতরাং সেই থলি নিয়ে ভৃত্য হযরত মুআয (রা.)-এর নিকট গেল। তাকে বলেন, আমীরুল মু'মিনীন বলেছেন এগুলো আপনি আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করুন। হযরত মুআয (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা করুন। এরপর তিনি দাসীকে ডেকে বলেন, এত দিনার অমুক বাড়িতে নিয়ে যাও, এত দিনার অমুক বাড়ি নিয়ে যাও। ইতোমধ্যে হযরত মুআয (রা.)-এর স্ত্রী এসে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমরাও মিসকিন, অর্থাৎ আমাদের ঘরেও কিছু নেই, বাড়ির জন্যও কিছু রাখ। যেসব বিষয়ইতোপূর্বে উল্লেখ হয়েছিল অর্থাৎ লাভ্যাংশ নেয়ার ও উপহার গ্রহণের বিষয়ঠি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়। (তার স্ত্রী বলেন) আমাদের ঘরেও কিছু নেই, আমরাও মিসকিনদের অন্তর্গত, আমাদের জন্যও কিছু দিন। থলেতে তখন কেবল ২ দিনার অবশিষ্ট ছিল, ততক্ষণে বাকি সব বিলিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত মুআয (রা.) সেই ২ দিনারই তার স্ত্রীর দিকে ছুড়ে মারেন। সেই ভৃত্য হযরত উমর (রা.)-এর নিকট আসার পর তাকে সবকিছু খুলে বলে। এতে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বলেন, নিশ্চয় এ দু'জন অর্থাৎ হযরত উবায়দা (রা.) এবং হযরত মুআয (রা.) পরস্পর ভাই ভাই। ব্যয়ের ক্ষেত্রে তাদের বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন।

(মাজমুয়াযে যোয়াহেদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৪)

শুরায়হ্ বিন উবায়দা এবং রাশেদ বিন সা'দ-এর মত আরো কয়েকজনের পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন সারগ নামক স্থানে পৌছেন (সারগ হলো তবুক উপত্যকার একটি জনপদের নাম) তখন তাকে জানানো হয় সিরিয়াতে ভয়াবহ মহামারীর বিস্তার ঘটেছে। একথা শুনে হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি শুনেছিসিরিয়াতে ভয়াবহ মহামারীর বিস্তার ঘটেছে; তাই আমার মত হলো আমার মৃত্যুর সময় যদি ঘনিয়ে আসে আর আবু উবায়দা বিন জারাহ্ জীবিত থাকেন তাহলে আমি তাকে আমার খলীফা মনোনীত করব এবং আল্লাহ্ তা'লা যদি তার সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি তাকে কেন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার খলীফা নিযুক্ত করেছ তাহলে আমি এটি নিবেদন করব যে, আমি তোমার রসূল (সা.)কে বলতে শুনেছিলাম, প্রত্যেক নবীর একজন আমীন থাকে আর আমার আমীন হলো আবু উবায়দা বিন জারাহ্। ইতিপূর্বেও এর উল্লেখ করা হয়েছে। লোকদের কাছে একথাটি ভালো না লাগায় তারা বলাবলি করতে থাকে যে, কুরাইশদের বড় বড় মানুষ অর্থাৎ বনু ফেহের-এর কী হবে? তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার মৃত্যুর সময় যদি ঘনিয়ে আসে এবং হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.)ও যদি মারা গিয়ে থাকেন তাহলে মুআয বিন জাবাল (রা.)কে আমার খলীফা মনোনীত করব আর আমার মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত প্রভু যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি তাকে কেন খলীফা নিযুক্ত করেছ? তাহলে আমি বলব, আমি তোমার রসূল (সা.) কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন তাকে জ্ঞানীলোকদের সম্মুখে আনা হবে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড,পৃ: ১০৯)

জ্ঞানের ক্ষেত্রে তার মর্যাদা অনেক উচ্চ হবে। হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) কে হযরত আবু উবায়দা বিন জারাহ্ (রা.) ১৫ হিজরী সনের ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় মায়মনা (বা সেনাদলের সেই অংশ যারা যুদ্ধের সময় সেনাপতির ডান দিকে অবস্থান করে)-এর এক অংশের দলনেতা নিযুক্ত করেন। খ্রিষ্টানদের আক্রমণ এত জোরালো ছিল যে, মুসলমানদের মায়মানা বা ডানদিকটি মূল সেনাদল থেকে পৃথক হয়ে যায়, মানুষ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। হযরত মুআয (রা.) যখন এ অবস্থা দেখতে পান তখন তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও দৃঢ়তার প্রমাণ দেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে যান এবং বলেন, আমি এখন পদাতিক যোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করব কোন বীর যোদ্ধা যদি এই ঘোড়ার যথাযথ ব্যবহার করতে পারে তার জন্য এটি রইল। তার ছেলেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি ঘোড়ার যথাযথ ব্যবহার করব, কেননা আমি অশ্বারোহী হিসেবে ভালো যুদ্ধ করতে পারি। মোটকথা পিতা-পুত্র দুজনে মিলে রোমান সৈন্যদলের বূহ্যভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায় এবং এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, মুসলমানদের পিছলে যাওয়া পা সুদৃঢ় হয়ে যায়।

(সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৫০৮) (ফিরোজুল লুগাত, পৃ: ১৩৩২)

আর ভয়ের অবস্থা দূর হয় অর্থাৎ তারা পুনরায় তাদেরকে পরাজিত করে মুসলমানদের বিজয়ী করেন। আবু ইদ্রিস খওলানী বর্ণনা করেন, আমি সিরিয়াতে দামেস্কের মসজিদে প্রবেশ করি। সেখানে তখন এক উজ্জল দন্তবিশিষ্ট যুবক ছিল এবং মানুষ তাকে চার দিকে থেকে ঘিরে বসে ছিল। কোন বিষয়ে লোকদের মাঝে মতভেদ দেখা দিলে তারা সেই বিষয়টি নিয়ে তার কাছে যেত আর তার মতামতকে তারা প্রাধান্য দিত। আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলা হয়, ইনি হলেন হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)। পরের দিন দুপুরে আমি গিয়ে দেখি, তিনি আমার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত আমি দেখি তিনি নামায পড়ছেন। আমি তার অপেক্ষায় ছিলাম তিনি নামায শেষ করলে আমি তার সামনে যাই এবং তাকে সালাম করি। আমি তাকে বলি,আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি আপনাকে ভালোবাসি। হযরত মুআয (রা.)জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর কসম?

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

আমি বলি, আল্লাহর কসম! হযরত মুআয (রা.) আবার জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহর কসম? আমি বলি, হ্যাঁ আল্লাহর কসম! এরপর তিনি আমার চাদরের এক প্রান্ত ধরে তার নিজের দিকে টানেন আর বলেন, তুমি আনন্দিত হও। কেননা মহানবী (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেছেন, আমার খাতিরে যারা পরস্পরকে ভালোবাসবে এবং আমার খাতিরে যারা একে অন্যের সাথে বসে আর আমার জন্য যারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাতকারী এবং আমার খাতিরে যারা একে অন্যের জন্য ব্যয় করে; তারা অবশ্যই আমার ভালোবাসা লাভ করবে অর্থাৎ এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা তাদের জন্য অবধারিত হয়ে গেলো।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড,পৃ: ৩৫৩-৩৫৪)

একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) দুই জন স্ত্রী ছিলেন। এক স্ত্রীর পালার দিন অন্য স্ত্রীর কাছে গিয়ে পানিও পান করতেন না। দেখুন!কতটা ন্যায়পরায়ন ছিলেন! আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর দুই জন স্ত্রী ছিলেন। যেদিন একজনের পালা থাকত সেদিন অন্য স্ত্রীর ঘরে গিয়ে ওযু পর্যন্ত করতেন না। তারা দু'জনই সিরিয়ায় মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং উভয়কে একই কবরে সমাহিত করা হয়। সমাহিত করার সময় কাকে প্রথমে কবরে নামাবেন সে সিদ্ধান্ত করার মানসে হযরত মুআয (রা.)লটারী করেন। এই ছিল তার ন্যায়পরায়নতার মান।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০৪)

সীয়ারুস্ সাহাবাহ গ্রন্থে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে রয়েছে যে হযরত মুআয (রা.) দুই জন স্ত্রী ছিলেন আর তারা উভয়েই আমওয়াসের প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (অর্থাৎ সেযুগে সেখানে প্লেগের যে মহামারি দেখা দিয়েছিল তাতে।) তার এক ছেলের কথা জানা যায় যার নাম আব্দুর রহমান উল্লেখ করা হয়েছে। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি হযরত মুআয (রা.)-এর সাথে ছিলেন। তার মৃত্যুও আমওয়াসের দেখা দেয়া প্লেগে আক্রান্ত হয়েই হয়েছিল। (অর্থাৎ সেই যুগে প্লেগের যে মহামারি দেখা দিয়েছিল) (সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৫১০-৫১১০

আমওয়াসের প্লেগে আক্রান্ত হয়ে হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর মৃত্যু হলে হযরত উমর (রা.) হযরত মুআয (রা.)কে সিরিয়ার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। 'আমওয়াস' একটি জনপদের নাম, পূর্বেই আমি এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছি। এটি ইয়ারমালা থেকে সাত মাইল দূরত্বে বায়তুল মুকাদ্দাস'-এর রাস্তায় অবস্থিত। সে বছরেই সেই প্লেগের কারণে হযরত মুআয (রা.)-এরও মৃত্যু হয়। (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড,পৃ: ১৪০৫)

কাসির বিন মুর্‌রাহ্ বর্ণনা করেন, হযরত মুআয (রা.) তার অসুস্থতার সময় আমাদের বলেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে একটি কথা শুনেছিলাম যা আমি তোমাদের কাছে গোপন রেখেছিলাম। রসূলুল্লাহ্ (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি, যার শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' হবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে গেছে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৫)

আরেকটি রেওয়ায়েতের রয়েছে, হযরত মুআয (রা.) বলেন, তোমাদেরকে এই হাদীস শোনানোর ক্ষেত্রে এটিই বাধা ছিল যে, তোমরা কোথাও কেবল এর ওপরই নির্ভর করতে শুরু কর আর অন্যান্য আমল বা কর্ম ছেড়ে দাও।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৬১)

সিরিয়াতে প্লেগ ছড়িয়ে পড়লে হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)ও প্লেগে আক্রান্ত হয়ে চৈতন্য হারিয়ে ফেলেন। চেতনা কিছুটা ফিরে এলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আমার ওপর তোমার (ভালবাসার) বেদনা আপতিত কর। তোমার সম্মানের শপথ! তুমি জানো যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এরপর তিনি আবার অচেতন হয়ে যান, পুনরায় যখন তিনি কিছুটা চেতনা ফিরে পান তখন আবারও একই কথা বলেন।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-এর মৃত্যুর সময়ঘনিয়ে এলে তিনি (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, দেখ! সকাল হয়েছে কিনা? উত্তরে তাকে বলা হয় এখনো সকাল হয়নি। পরে সকাল হলে তাকে বলা হয়, সকাল হয়ে গেছে। হযরত মুআয (রা.) বলেন, আমি সেই রাত থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার প্রভাত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আমি মৃত্যুকে স্বাগত জানাই, আমি নিজ প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতকারীকে স্বাগত জানাই যা এক নির্ধারিত সময় পর আসছে। হে আল্লাহ্! তুমি জানো যে, আমি তোমাকে ভয় করি কিন্তু আজ আমি আশায় বুক বাঁধছি, আমি এই পার্থিব জগৎ ও দীর্ঘ জীবনের প্রতি এজন্য ভালোবাসা রাখি না যে, এখানে কোন খাল খনন করব বা এখানে বৃক্ষ রোপণ করব বরং এই জন্য যে, দ্বীপ্রহরের তৃষ্ণা ও পরিস্থিতির কঠোরতা সহ্য করব আর সে সকল জ্ঞানীর সাথে বসব যেখানে তোমাকে স্মরণ করা হয়। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত মুআয (রা.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি কাঁদতে থাকেন। তাকে বলা হয় আপনি কাঁদছেন কেন? আপনিযে মহানবী (স.)-এর সাথী। তখন তিনি বলেন, আমি মৃত্যুভয়ে কাঁদছি না আর পৃথিবী ছাড়ার দুঃখেও না। বরং আমি শুধু এজন্য কাঁদছি যে, দু'টি দল হবে; আর আমি জানিনা কোন দলের সাথে উত্থিত হব।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৮৯)

একটি জান্নাতী এবং অপরটি জাহান্নামী। আমি তো শুধু আল্লাহ্কে ভয় পাই, সেজন্য কাঁদছি।

মুসনদ আহমদ বিন হাম্বলে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে; তাহলো, হযরত মুআয (রা.) বলেছেন, আমি নবী করীম (সা.) কে এটি বলতে শুনেছি, অচিরেই তোমরা সিরিয়ার দিকে হিজরত করবে আর তোমাদের হাতে এটি বিজিত হবে। কিন্তু সেখানে ফোঁড়া-পাচড়া জাতীয় এক ব্যাধিতে তোমরা আক্রান্ত হবে যা মানুষকে সিড়ির ধাপ চড়তে দেবে না। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদেরকে শাহাদত দান করবেন এবং তাদের কর্মসমূহকে পবিত্র করবেন। হে আল্লাহ্! তোমার পবিত্র জ্ঞান অনুসারে, মুআয বিন জাবাল যদি নবী করীম (সা.)-এর কাছ থেকে এটি শুনে থাকে তবে তাকে ও তাঁর পরিবারকে এর বড় অংশ দান কর- এটি তিনি বলছেন।অতএব তারা সবাই এ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মাঝে একজনও জীবিত থাকেনি। যখন হযরত মুআয (রা.)-এরতর্জনীতে প্লেগের গ্রন্থি প্রকাশ পায় তখন তিনি বলেন, এর পরিবর্তে আমি লাল উট পাওয়াও পছন্দ করবো না; এতেই আমি সন্তুষ্ট।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৭১)

তবারীর ইতিহাসে লেখা আছে তার হাতের তালুতে ফোঁড়া বের হলে তিনি তার তালুর দিকে তাকাতেন এবং ঐ হাতের উল্টে দিকে চুমু দিতেন আর বলতেন, আমি তোমার পরিবর্তে পৃথিবীর কোন কিছু পাওয়াকে পছন্দ করিনা।

(তারিখে তাবারী, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ২৩৮)

হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) ১৮ হিজরী সনে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। সেঅনুসারে তার বয়স ৩৩, ৩৪ কিংবা ৩৮ বছর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৯০)

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে হযরত মুআয (রা.)এর ১৫৭ টি হাদীস রয়েছে তন্মধ্যে দুটি হাদীসের ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমের ঐক্যমত্য রয়েছে অর্থাৎ উভয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(সিয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

পরবর্তী যে সাহাবীরস্মৃতিচারণ করা হবে তিনি হলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.)। হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) আনসারের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সালেমার সদস্য ছিল। তার পিতার নাম আমর বিন হারাম এবং মায়ের নাম রুবাব বিনতে কায়েস ছিল।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) নবী করীম (সা.)-এর হিজরতের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

(সাহাবা কেরাম এনসাইক্লোপেডিয়া, পৃ: ৪৮৬)

অর্থাৎ হিজরতের সময় তার বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি বিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর পিতা ছিলেন।

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

(আল আসাবা ফি তামিযি সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১৬২)

তিনি হযরত আমর বিন জমূহ্‌র শ্যালক ছিলেন।

(খুতবাতে তাহের, জলসা সালানার বক্তব্য, ১৯৭৯, পৃ: ৩৪৯)

তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশ নিয়েছিলেন আর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মনোনীত ১২জন সর্দারের একজন ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশ নেন এবং ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। কারো কারো মতে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্য থেকে প্রথম শহীদ ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৪)

তার ঈমান আনয়নের ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয় যে, হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে তাশরীক' অর্থাৎ ১১-১৩ যিলহজ্জের মধ্যবর্তী দিন আকাবায় সাক্ষাতের অঙ্গীকার করি। পূর্বেও বলেছি আকাবা হলো মক্কা ও মিনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। আমরা যখন হজ্জ সমাপ্ত করলাম আর সে রাত এসে গেল যে রাতে মিলিত হওয়ার আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করেছিলাম তখন আমাদের সাথে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)ও ছিলেন যিনি আমাদের সর্দারদের একজন ছিলেন আর আমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্তর্গত ছিলেন। আমরা তাকে আমাদের সাথে নিলাম। আমরা আমাদের মুশরিকদের কাছে বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম। আমরা তাকে বললাম, হে আবু জাবের! আপনি আমাদের সর্দারদের একজন এবং আমাদের সম্ভ্রান্তদের অন্তর্গত। তার ডাকনাম আবু জাবের ছিল বা তাকে আবু জাবেরও ডাকা হত। আমরা বললাম হে আবু জাবের! আপনি আমাদের নেতৃবর্গের একজন এবং আমাদের সম্ভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত তাই আমরা চাইনা আপনি জাহান্নামের ইন্ধনে পরিণত হন। অতএব আমরা তাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাই এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে আকাবায় যাওয়ার সংবাদ প্রদান করি। তিনি বলেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আকাবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেন আর সর্দার নিযুক্ত হন।

(সীরাত ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৬) (দায়েরায়ে মারেফুল ইসলামিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১৩)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, আমি এবং আমার পিতা আর আমার দুই মামা আকাবার উপস্থিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে উয়ায়না বলেন, তাদের মাঝে একজন হলেন, হযরত বারা বিন মা'রূর।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, হাদীস- ৩৮৯০-৩৮৯১)

আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের বিষয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তক থেকে পূর্বে একজন সাহাবী, বরং দুই জন সাহাবীর স্মৃতিচারণে আমি বিস্তারিত বর্ণনা করেছি।

এখানে সামান্য অংশ পুনরায় তুলে ধরছি। আকাবার দ্বিতীয় বয়আত সম্পর্কে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকের বর্ণনা থেকে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অংশটি বর্ণনা করছি।

১৩ নববীর যিলহজ্জ মাসে অওস ও খাযরাজ গোত্রের কয়েকশ লোক মক্কায় আসে। তাদের মাঝে ৭০ ব্যক্তি এমন ছিল যারা হয় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল অথবা মুসলমান হতে চাইত। তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মক্কায় এসেছিল।

এই উপলক্ষ্যে একান্তে একটি সম্মিলিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। তাই হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদনের পর যিলহজ্জ মাসের মধ্যবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয়। এটি নির্ধারিত হয় যে সেদিন মধ্যরাতের কাছাকাছি তারা সবাই গত বছরের গিরিপথে এসে মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবে, যেন নিশ্চিন্তে এবং নিরলে এক লক্ষ্যে আলাপচারিত করা সম্ভব হয়। আর তিনি (সা.) আনসারদের তাকীদপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন যে, তারা যেন একত্রে না আসে, বরং একজন দুইজন করে সময়মতো গিরিপথে পৌঁছে যায় এবং কোন নিদ্রিতকে কেউ যেন না জাগায় আর অনুপস্থিতের জন্যও কেউ অপেক্ষা না করে। অতএব নির্দিষ্ট দিন আসলে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে গেলে মহানবী (সা.) ঘর থেকে একা বের হন এবং পথে চাচা আব্বাসকে সাথে নেন, যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন, কিন্তু তাঁর (সা.) প্রতি ভালোবাসা রাখতেন আর হাশেম বংশের একজন নেতা ছিলেন। এরপর তারা উভয়ে সেই গিরিপথে পৌঁছেন। স্বল্পক্ষণ পর আনসাররাও একজন দুএকজন করে পৌঁছে যান। তারা ৭০জন ছিলেন এবং অওস ও খাযরাজ- উভয় গোত্রের সদস্য ছিলেন।

সর্বপ্রথম আব্বাস কথা আরম্ভ করেন এবং বলেন, হে খাযরাজ গোত্রের লোকসকল! মুহাম্মদ (সা.) নিজ বংশে অতি সম্মানিত এবং প্রিয়। আর এই বংশ আজ পর্যন্ত তাঁর সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়ে আসছে এবং সকল বিপদে তাঁর নিরাপত্তার বিধান করেছে। কিন্তু এখন মুহাম্মদ (সা.) নিজ মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে তোমাদের কাছে যেতে চান। অতএব তোমরা যদি তাঁকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে সম্মত থাক তাহলে তোমাদেরকে সকল অর্থে তাঁর সুরক্ষা করতে হবে এবং সমস্ত শত্রুর বিপরীতে দৃঢ়তার সাথে লড়তে হবে। তোমরা যদি এর জন্য প্রস্তুত থাক তাহলে ভালো কথা, নতুবা এখনই স্পষ্টভাবে বলে দাও, কেননা স্পষ্ট কথাই উত্তম হয়ে থাকে। আনসারদের গোত্রের একজন জ্যেষ্ঠ ও প্রভাবশালী বুযুর্গ বারা বিন মা'রূর বলেন, হে আব্বাস! আমরা তোমার কথা শুনলাম। কিন্তু আমরা চাই রসূলুল্লাহ্ (সা.) যেন নিজের পবিত্র ভাষায় কিছু বলেন, আর আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করতে চান তা যেন অবগত করেন। এতে মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এরপর সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা করেন, যাতে তিনি ইসলামের শিক্ষা তুলে ধরেন আর আল্লাহ্‌র অধিকার এবং বান্দাদের অধিকারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, আমি আমার জন্য শুধু এতটুকু চাই যে, তোমরা যেভাবে নিজেদের প্রিয়জনও আত্মীয়দের সুরক্ষা করে থাক, প্রয়োজন সেভাবে আমারও সঙ্গ দিবে। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে, বারা বিন মা'রূর আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁর (সা.) হাত নিজের হাতে নিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই খোদার কসম , যিনি আপনাকে সত্য এবং সততার সাথে প্রেরণ করেছেন, আমরা নিজেদের জীবনের যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করি সেভাবে আপনার সুরক্ষা করব। তাদের মাঝে এক ব্যক্তি যখন একথা বলে যে, আমরা আপনার সুরক্ষা করার অঙ্গীকার করছি, কিন্তু আপনি এটি বলুন যে, (অর্থাৎ সে মহানবী (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করে,) আপনার যখন বিজয় লাভ হবে তখন আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না তো? তখন মহানবী (সা.) হেসে বলেন, তোমাদের রক্ত হবে আমার রক্ত, তোমাদের মিত্র হবে আমার মিত্র আর তোমাদের শত্রু হবে আমার শত্রু। এই উত্তর শুনে আব্বাস বিন উবাদা আনসারী (রা.) তার সঙ্গীদের প্রতি তাকিয়ে বলেন, হে লোকসকল! তোমরা কি অনুধাবন করতে পারছ এই অঙ্গীকারের অর্থ কী? এর অর্থ হলো, এখন তোমাদের সকল লাল, কালো, সকল কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ, লাল, সাদা (বর্ণের লোকের) তথা সবার সাথে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। লোকজন বলে, হ্যাঁ, আমরা সেটা জানি। তবে হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এর বিনিময়ে আমরা কী পাব? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার জান্নাত লাভ করবে, যা তাঁর সমস্ত পুরস্কারের মাঝে অনেক বড় পুরস্কার। সবাই সমস্বরে বলে, আমরা এই ব্যবসায় একমত। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার হাত এগিয়ে দিন। তিনি (সা.) তার পবিত্র হাত এগিয়ে দেন এবং সত্তরজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির এই দলটি একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিতে তার (সা.) হাতে বিক্রি হয়ে যায়। এই বয়আতের নাম আকাবার দ্বিতীয় বয়আত। বয়আত গ্রহণ শেষে তিনি (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, মূসা (আ.) তার জাতির মাঝ থেকে বারোজন সর্দার নিযুক্ত করেছিলেন, যারা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সুরক্ষাকারী ছিল। আমিও তোমাদের মাঝ থেকে বারোজন সর্দার নিযুক্ত করতে চাই যারা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক ও নিরাপত্তাবিধায়ক হবে। তারা আমার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের ন্যায় হবে এবং আমার সামনে নিজ জাতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদযোগ্য হবে। তাই তোমরা উপযুক্ত ব্যক্তিদের নাম আমার কাছে প্রস্তাব কর। অতএব ১২জন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হয়, যাদেরকে তিনি (সা.) অনুমোদন দান করেন এবং তাদেরকে এক একটি গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে তাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। আর কতিপয় গোত্রের জন্য তিনি দুইজন করে সর্দার নিযুক্ত করেন। যাহোক, উক্ত ১২ জন সর্দারের মাঝে আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল আর তিনি (সা.) তাকেও সর্দার নিযুক্তকরেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২২৭-২৩১)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধে যখন মদিনার মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল বিশ্বাসঘাতকতরা করে, তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর তাদেরকে বুঝানের চেষ্টা

করেছিলেন।

(গাযওয়ায়ে উহদ, আল্লামা মহম্মদ আহমদ, পৃ: ২১৫)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, আমার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এবং মামা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলে আমার মা, অন্য রেওয়ায়েত অনুসারে ফুফু, যিনি হযরত আমর বিন জমূহ'র স্ত্রী ছিলেন, তাদের উভয়কে উটের পিঠে মদিনায় নিয়ে আসছিলেন, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর ঘোষক ঘোষণা দেয় যে, নিজেদের শহীদদের তাদের লড়াইয়ের স্থানে দাফন কর। তখন তাদের উভয়কে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাদের লড়াইয়ের স্থানেই কবরস্থ করা হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪২৩) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭)

আরেকটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, উহুদের সময় মদিনাবাসীদের মাঝে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) শাহাদত বরণ করেছেন। এ খবর শুনে মদিনায় আহাজারি ও ক্রন্দন আরম্ভ হয়। তখন আনসারদের এক মহিলা উহুদ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি তার পিতা, পুত্র, স্বামী ও ভাইয়ের লাশ দেখতে পান। বর্ণনাকারী বলেন, এটি জানা নেই যে, সবার আগে তিনি কাকে দেখেছেন, তাদের মধ্য থেকে কারো পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি জিজ্ঞেস করতেন যে, ইনি কে? মানুষ বলত, আপনার পিতা, আপনার ভাই, আপনার স্বামী, আপনার পুত্র। তিনি বলতেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) কেমন আছেন? মানুষ বলে, মহানবী (সা.) আপনার সামনেই আছেন। অবশেষে তিনি মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁর (সা.) কাপড়ের আঁচল ধরে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত। যেহেতু আপনি সুস্থ ও নিরাপদে আছেন তাই আর কারো মৃত্যুর আমি কোন পরোয়া করি না।

(মজমুায়েয যোয়াহেদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) খিলাফতের দু'তিন বছর পূর্বে, মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত এবং ইসলামি যুদ্ধ সম্পর্কে (রাবওয়ার) বার্ষিক জলসায় বক্তব্য প্রদান করতেন। সেখানে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) সম্পর্কে যা বর্ণনা করেছিলেন তা-ও আমি এখানে পড়ে শুনাচ্ছি। তিনি (রাহে.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.)-এর বোন, অর্থাৎ হযরত আমর বিন জমূহ্ (রা.)-এর স্ত্রীও তার ভাইয়ের মতোই মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় পুরোপুরি বিভোর ছিলেন। এই যুদ্ধে তার স্বামী শহীদ হয়, ভাই শহীদ হয় এবং ছেলেও শহীদ হয়, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর নিরাপদ থাকার আনন্দ সেই সমস্ত দুঃখ-বেদনার ওপর প্রাধান্য লাভ করে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি খবরাখবর নেওয়ার জন্য রণক্ষেত্র অভিমুখে যাচ্ছিলাম, পথিমধ্যে আমি হযরত আমর বিন জমূহ্ (রা.)-এর স্ত্রী হিন্দকে একটি উটের লাগাম ধরে মদিনার দিকে যেতে দেখি। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, রণক্ষেত্রের সংবাদ কি? তিনি উত্তরে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্, সব ঠিক আছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ভালো আছেন। এমন সময় আমার দৃষ্টি উটের ওপর পড়েযাতে কিছু রাখা ছিল। আমি জিজ্ঞেস করি, উটের ওপরে কি চাপানো রয়েছে? তিনি বলেন, আমার স্বামী আমর বিন জামূহ্, আমার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এবং আমার ছেলে খাল্লাদ এর মরদেহ। একথা বলে তিনি মদিনার দিকে যেতে চাইলেন, কিন্তু উট (সেখানেই) বসে পড়ে আর কোনভাবেই উঠতে চাচ্ছিল না, অবশেষে উঠার পরও মদিনা অভিমুখে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন সেই মহিলা পুনরায় উটের লাগাম ধরে উহুদের দিকে ঘুরিয়ে দেন আর উট সানন্দে চলতে আরম্ভ করে। অতঃপর তিনি লিখেন, এদিকে এ ঘটনা ঘটছিল, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর প্রতি সেই মহিলার ভালোবাসা ও প্রীতির এ হলো বৃত্তান্ত, আর অপরদিকে মহানবী (সা.) সাহাবীদের বলছিলেন যে, যাও! আমর বিন জমূহ্ এবং আব্দুল্লাহ্ বিন আমরের মরদেহ খুঁজে বের কর, তাদেরকে একত্রে সমাহিত করা হবে, কেননা তারা ইহজগতেও একে অপরের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন।

(খুতবাতে তাহের, জলসা সালানার বক্তব্য, ১৯৭৯, পৃ: ৩৫০-৩৫১)

মহানবী (সা.)ও তাদের দু'জনের প্রতি অনেক যত্নবান ছিলেন। একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) যখন উহুদের যুদ্ধের জন্য যাত্রা করার সংকল্প করেন তখন নিজ পুত্র হযরত জাবের (রা.)-কে ডেকে বলেন, হে আমার পুত্র! আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমিপ্রাথমিক শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব। আল্লাহ্র কসম! আমি আমার পশ্চাতে মহানবী (সা.)-এর সত্তার পর তুমি ছাড়া আর কাউকে ছেড়ে যাচ্ছি না যেআমার কাছে অধিক প্রিয় হবে। আমার কিছু ঋণ আছে, আমার পক্ষ থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিও আর আমি তোমাকে তোমার বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার ওসীয়্যত করে যাচ্ছি। হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, পরবর্তী প্রভাতে আমার পিতা সর্বপ্রথম শহীদ হন আর শত্রুরা তার নাক ও কান কেটে দিয়েছিল।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য়খণ্ড, পৃ: ৩৪৪)

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন উহুদের (যুদ্ধে) শহীদদের মরদেহ সমাহিত করতে আসেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তাদেরকে তাদের যখমসহ সমাহিত কর কেননা, আমি তাদের জন্য সাক্ষী। এমন কোন মুসলমান নেই যাকে আল্লাহ্র রাস্তায় আহত করা হবে আর সে কিয়ামত দিবসে এমনভাবে উত্থিত হবে যখন তার রক্ত ঝরতে থাকবে। তার বর্ণ হবে জাফরানী এবং কস্তুরির মতো হবে তার (দেহের) সুগন্ধী। অর্থাৎ, তারা হলেন পছন্দনীয় মানুষ যারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থিত হবেন, তাদের গোসল দেয়া বা কাফন পরিধান করানোর প্রয়োজন নেই,তাদের পরিহিত পোশাকই তাদের কাফন।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমার পিতাকে একটি চাদরের কাফন পরানো হয় আর মহানবী (সা.) বলছিলেন, এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি কুরআন জানতেন?অর্থাৎউক্ত শহীদদের যখন সমাহিত করা হচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) বলছিলেন,এদের কে বেশি কুরআন জানতেন, উত্তরে যখন কারো প্রতি ইঙ্গিত করা হতো তখন তিনি (সা.) বলতেন, তাকে তার সঙ্গীদের পূর্বে কবরে নামাও। অর্থাৎ যারা কুরআন জানতেন তাদেরকে তিনি আগে সমাহিত করাচ্ছিলেন আর মানুষ বলত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) উহুদের দিন সর্বাগ্রে শহীদ হন। তখন মানুষের মাঝে এটিও আলোচিত হচ্ছিল যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) সর্বপ্রথম শহীদ হয়েছিলেন। সুফিয়ান বিন আবদে শামস তাকে শহীদ করেছিল। মহানবী (সা.) পরাজয়ের পূর্বেই তার জানাযার নামায পড়ান। অর্থাৎ দ্বিতীয় আক্রমনের পূর্বেই তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন এবং বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এবং আমর বিন জমূহ্কে একই কবরে সমাহিত কর, কেননা তাদের মাঝে নিষ্ঠা ও ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এছাড়া মহানবী (সা.) আরো বলেন, তাদের উভয়কে, যারা ইহজগতে পারস্পরিক ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, একই কবরে সমাহিত কর। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর ফর্সা রঙের ছিলেন আর তার মাথার সম্মুখভাগে চুল ছিল না এবং তার উচ্চতাও বেশি ছিল না। অপরদিকে হযরত আমর বিন জমূহ্ দীর্ঘকায় ছিলেন। তাই তাদেরকে সহজেই শনাক্ত করা হয়এবং তাদের উভয়কে একই কবরে সমাহিত করা হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৭-৪৩৮)

তাঁর অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করব।

জলসা সালানা কাদিয়ান, ২০২০ বাতিল করা হয়েছে

জামাতের সমস্ত পদাধিকারী এবং সদস্যদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, ২০২০ সালে কাদিয়ানে সালানা জলসা যা ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া নির্ধারিত ছিল, দেশে বর্তমান কোরোনা পরিস্থিতি, যাতায়াতের অসুবিধা এবং অন্যান্য বিধিনিষেধকে দৃষ্টিপটে রেখে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর নির্দেশে বাতিল করা হয়েছে।

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

হিসেব করবেন। এই কারণে কিছু কিছু জিনিয়াস কম্পিউটারে সব থেকে বেশি হ্যাকিং করে, তারা কোথাকার জিনিস কোথায় বার করে নিয়ে যায়, বড় বড় কোম্পানির ক্ষতি করে দেয়। এটি ঠিক না ভুল, তা প্রমাণ করা এই সব ছেলেদের উদ্দেশ্য থাকে না। তারা তো খেলার ছলে কোথা থেকে কোথায় পোঁছে যায়। তাই আপনি কম্পিউটারের মাধ্যমে কোন কাজ করলে একটি সূত্র বা মেথোডোলোজি প্রয়োগ করেন। এরপর যখন এতে কাজ করেন আর এর পরিণাম সামনে আসে, তখন তা সঠিক কি না দেখার জন্য আপনাকে প্রমাণ করতে হবে? এরপর আপনি যখন এই ধাপগুলি বেয়ে পিছনে যাবেন, দেখবেন যে পরিণাম এর সঙ্গে মিলছে কি না। আমরা জানি ১২ কে ১২ দিয়ে গুণ করলে ১৪৪ হয়। এবার কম্পিউটার যদি ১৪৪ উত্তর দেখায় তবেই, কারণ আপনি তাকে আগে থেকে শিখিয়েছেন। আর যদি সে এই উত্তর না বলে, সেক্ষেত্রে আপনি দেখবেন কম্পিউটার ঠিক আছে কি না। প্রফেসর সাহেব কি বলেন?

ছাত্রটি উত্তর দেয়, সত্যিকার অর্থে কম্পিউটার এলোমেলো ফল দিতে পারে না। কিন্তু এর এপ্লিকেশনগুলির উপর যদি দৃষ্টি দিই, তবে দেখব এগুলি সেইভাবেই তৈরী হয়, যেভাবে একটি রোবোটকে আপনি নিজে নিয়ন্ত্রণ করবেন। কিন্তু অনেক সময় এমনটি সম্ভব হয় না, যেমন মহাকাশে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমাদের স্কুলের এক শিক্ষক ছিলেন, যাকে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি ইতালিক উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর ছেলেদেরও তিনিও পড়াতেন। তিনি অঙ্কে এতটাই তুখড় ছিলেন যে লক্ষের গুণফল কয়েক সেকেন্ডে হিসেব করে দিতেন। হিসেব কষতে তাঁর বুদ্ধি এতটাই প্রখর ছিল। তাই যে কম্পিউটার তৈরী করেছিল,সেও তো এই দাবি করে, এই কম্পিউটার আমার কোনও অসাধারণ কীর্তি নয়। বরং আসল কীর্তি মস্তিষ্কের, যা এই কম্পিউটার আবিষ্কার করেছে। আল্লাহ্ তা'লার কম্পিউটারের সঙ্গে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারব না। কিন্তু যাইহোক এর ফলে মানুষের অনেক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। ক্ষতিও অনেক হয়েছে। আমি অনেক সময় 'শোবা মাল'-এর কর্মীদের যদি জিজ্ঞাসা করি এর গুণফল কত হবে, তবে তারা ক্যালকুলেটর বার করে নেয়, অথচ এটি মৌখিক হিসেব। যাইহোক এজন্য কিছু না কিছু সমাধান আপনারা খুঁজে বের করেছেন।

আর এক ছাত্র নিবেদন করে, 'আমি কস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করছি। আমার একটি আবেদন ছিল। আমি মধু এনেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিসে দিয়ে দিন, সন্ধ্যায় কিম্বা সকালে নিয়ে নিবেন। এরপর হুযুর আনোয়ার বলেন, কোথায় থাক? ছাত্রটি উত্তর দেয়, 'ডাসেলডর্ফ-এ থাকি আর আমি এখনই ফিরে যাব। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবকে দিয়ে দিন আর সন্ধ্যার সময় নিয়ে যাবেন।

আরও এক ছাত্র প্রশ্ন করে, হুযুর ছাত্রজীবনে পরীক্ষার সময় কোন্ কোন্ দোয়ার বিষয়ে মনোযোগী হতেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আমি পড়াশোনায় খুব খারাপ ছিলাম, শুধু দোয়াই করতাম আর এতেই পাস হয়ে গিয়েছি।

এক ছাত্র প্রশ্ন করে, 'নিউ ইকোনোমিস্ট' বর্তমান যুগে সমাজে সাম্যের নীতি নিয়ে সমালোচনা করছে। তাদের দাবি, ধনীদের কাছ থেকে তাদের উপার্জন নিয়ে গরীবদের দেওয়া অন্যায়। হুযুর! আমার প্রশ্ন হল, এবিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম বলে, যারা বঞ্চিত, অনাথ, অনগ্রসর, যারা অভাবগ্রস্ত, তাদের প্রতি যত্নবান হও, তাদেরকে সাহায্য কর। যেমন ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা কোনও অভাবী মানুষকে বড় কোনও ব্যবসায়ীর সঙ্গে কিছুকাল কাজ করতে বলে, তাকে সেখানে প্রশিক্ষণ নিতে বলে এরপর তাকে ছোট কোন দোকান বা স্টল নিয়ে দেয়, তারপর সে ব্যবসা করে আর ক্রমশ ব্যবসাটা বড় করে। এইভাবে তাদেরকে উৎসাহ দানের মাধ্যমেও সাহায্য করা যায় আবার তাদের তাৎক্ষণিক চাহিদা পুরণের মাধ্যমেও সাহায্য করা যায়।

আঁ হযরত (সা.) এর কাছে এক অভাবপীড়িত গোষ্ঠী এসে উপস্থিত হয়। আঁ হযরত (সা.) বলেন, যারা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, তাদেরকে তোমরা অন্ন দাও, বস্ত্র দাও। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে লোকেরা প্রয়োজনীয় জিনিস তাদেরকে এনে দিল। কেউ এক মুঠো আটা নিয়ে এল, কেউ খেজুর কেউ বা অন্য কিছু। খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর স্তুপ তৈরী হয়ে গেলে আঁ হযরত (সা.) সেগুলি তাদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন আর এইভাবে তাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হল। তাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু না দিতে পেরে তিনি খুশি হলেন। অতএব ইসলামের শিক্ষা হল, প্রথমে তাৎক্ষনিক চাহিদা পুরণ কর, পরে দীর্ঘকালীন চাহিদাকে তোমরা সহায়তা দানের মাধ্যমে পুরণ কর। তাই তোমরা হযরত মুসলহে মওউদ (রা.)এর Islamic system of economy and new world order বই দুটি পড়। এতে তোমরা যথাসম্ভব উত্তর পেয়ে যাবে।

(শেষাংশ ১০ এর পাতায়..)

করুক, জাতির সেবা করুক; তার মধ্যে যদি সে বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব না থাকে, তবে কখনই আধ্যাত্মিক উন্নতি সে করতে পারবে না আর জাতির জন্যও কল্যাণকর সত্তা হয়ে উঠতে পারবে না। বরং এমন অবিবেচক ও বেপরোয়া মানুষেরা অনেক সময় জাতিকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের গহ্বরে ঠেলে দেয়। 'হিত্তাতুন' কে 'হিনতাতুন' বলে দেওয়া বাহ্যতঃ একটি ছোট্ট বিষয় বলে মনে হয়, কিন্তু গভীরে চিন্তা করলে দেখবে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা খোদা তা'লার বাণীর সঙ্গে বিদ্রুপ করা হয়েছে। এমন বিদ্রুপ সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে অবিবেচক। আর বেপরোয়াভাবের মানুষেরা ধর্ম কিম্বা জগত, কারোর জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। ছোট ছোট প্ররোচনা, ছোট ছোট লোভ এমন মানুষদেরকে জাতি ও দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রণোদনা দেয়। বর্তমানে মুসলমানদেরও এই একই অবস্থা। যারা বে-দ্বীন আছে, তারা তো আছেই, কিন্তু যারা ধার্মিক নামে পরিচিত, তথা-কথিম উলেমা ও সুফিরা পর্যন্ত ধর্মের বিষয় নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। কেউ কোথাও স্থান-কাল বিবেচনা না করেই কুরআনের আয়াত পাঠ করে বসবে, কেউ আবার হাসি-ঠাট্টার সময়ও নবী করীম (সা.)-হাদীস শোনাবে। অথচ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের মর্যাদা অনেক উচ্চ, তাঁদের বাণীকে হাসি-ঠাট্টা করার সময় বর্ণনা করা অত্যন্ত ভয়ানক বিষয়। এই জিনিসগুলি অন্তরকে কালো করে দেয়, আধ্যাত্মিকতাকে মেরে ফেলে আর তাকওয়াকে পিষ্ট করে দেয়। এই পাপকে জয় করতে হলে কোনও কঠোর পরিশ্রম করারও প্রয়োজন হয় না। কোনও লোভ দমন করার প্রশ্ন এখানে আসে না। কেবল একটু মনোযোগের প্রয়োজন। যাদের মধ্যে এই ব্যধি আছে, তারা সামান্য মনোযোগ দিলেও এই ত্রুটি দূর করতে পারেন। সামান্য পরিশ্রম করে হৃদয়ের এমন সংশোধন করতে পারেন যা তাকে বড় বড় কাজের জন্য প্রস্তুত করে দিতে পারে।

অতএব, খোদা ও তাঁর রসূলের কথায় হাসি-ঠাট্টা সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর। এই পাপ আনন্দহীন যা মানুষের হৃদয়কে মৃত বানিয়ে দেয়। খোদা ও তাঁর রসূলের যিকর যখন করা হয়, তখন মনের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হওয়া উচিত। যার সঙ্গে ভালবাসা থাকে, তার নাম উচ্চারণ মনোযোগ আকর্ষণ না করে পারে না। নিজ পিতামাতার কথায় কেউ কখনও হাসি ঠাট্টা করে না। তবে খোদা ও রসূলের কথাকেই বা কেন হাসি-ঠাট্টার সময় ব্যবহার করা হবে? খোদা ও তাঁর রসূলকে কেন হাসির পাত্র করা হবে আর এক মুহূর্তের হাসি ঠাট্টার জন্য সারা জীবনের ইবাদত নষ্ট করা হবে?
(তফসীর কবীর, পৃ:৪৬৯-৪৭০)

অর্থনীতির ছাত্রদের এই বইটি পড়া উচিত। আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন, দশ বছর পূর্বেই তিনি বয়আত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে পাকিস্তানে ইমরান খান যে বলছেন তাকে নিজের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত করবেন, তার পর বললেন,কাদিয়ানীদেরকে রাখবেন না। সেই ব্যক্তিই হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর এই পুস্তকটির অনেকটা অনুবাদ করেছেন। বইটি তাঁর ভীষণ পছন্দ হয়েছে। তিনি তো অর্থনীতির অধ্যাপক, তাই আপনারাও পড়ুন।

(ছাত্র ও গবেষকদের সঙ্গে বৈঠকটি এখানেই সমাপ্ত হয়।)

****

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

আঞ্চলিক টিভি চ্যানেল এঠ এউখউউজখঅঅঘউ এর সাংবাদিক ও আলোকচিত্রীর একটি দলের সাথে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এসে তারা হুযুর আনোয়ার (আইঃ) এর অপেক্ষায় ছিল। হুযুর আনোয়ার-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে সাংবাদিক মহাশয় বলেন, এই প্রদেশে কুড়ি লক্ষ মানুষ বসবাস করেন এবং আমাদের টিভি চ্যানেল এই প্রদেশের জন্য বিবিসির মত গুরুত্ব রাখে।

* সাংবাদিক প্রথম প্রশ্ন করেন যে, হুযুর এখানে নুনস্পীটে থাকার অভিজ্ঞতা কেমন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন এখানে থেকে খুব ভাল লাগল। আমি এর পূর্বেও এখানে এসেছি আর এখানে থাকতে আমি পছন্দ করি। এটি খুবই সুন্দর জায়গা ।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, নুনস্পীটের জামাত আহমদীয়ার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: হল্যান্ডের জামাতের একটি কেন্দ্র ছিল হ্যাগ-এ। জামাত নিজের প্রয়োজনের তাগিদে একটি বড় জায়গার সন্ধানে ছিল। সেই সময় জায়গা খোঁজা হয় এবং অবশেষে এই জায়গাটি পছন্দ হয়। এটি শহরের বাইরে ছিল, দামেও কম এবং উন্মুক্ত ও প্রশস্ত জায়গা ছিল। এটি আমাদের প্রয়োজন মাফিক ছিল, তাই আমরা এটি ক্রয় করে ফেলি। এই এলাকাটি খুবই সুন্দর। আমার পূর্বের খলীফাও এই স্থানটিকে খুবই পছন্দ করতেন। যে সময় এই জায়গাটি ক্রয় করা হয় তখন এখানে আমাদের কমিউনিটির আকার বেশি বড় ছিল না। বর্তমানে আল্লাহ তা'লার ফজলে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে জামাতের যাবতীয় প্রোগ্রামের আয়োজন হয়। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা খুবই স্নেহশীল প্রকৃতির। এই কারণে আমরা এই জায়গাটি পছন্দ করি।

* সাংবাদিক একটি প্রশ্ন করেন যে, আহমদীয়া কমিউনিটি সর্ব প্রথম মসজিদ কি হল্যান্ডে বানিয়েছে? এই মসজিদটির নির্মাণ হওয়া বেশ কয়েক বছর হয়ে গেছে। উক্ত সময়ে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এই সম্পর্কে হুযুরে মতামত কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাগ-এ যখন আমাদের প্রথম মসজিদটি তৈরী হয়েছিল সেই সময় মানুষের মধ্যে ধর্মের প্রতি আকর্ষন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এখন সেই আকর্ষণ আর নেই, ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ নিম্নগামী হয়েছে , পক্ষান্তরে নাস্তিকতার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটিও একটি কারণ যে- ইসলাম সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টেছে এবং ইসলামকে মানুষ ভাল চোখে দেখে না। আরও একটি কারণ হল মুসলমানরা ইসলামী শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নেই, যার ফলে ইসলামকে কুৎসিৎ রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে উগ্রতা ও সন্ত্রাসের ঘটনাবলী প্রকাশ পেয়েছে, ফলতঃ মানুষ মনে করেছে এই সময় পৃথিবীতে যত প্রকারের সমস্যা আছে তা সবই মুসলমানদের জন্য। যদিও বিষয়টি সঠিক নয়।

ইসলাম শান্তি ও সন্ধিকামী ধর্ম এবং শান্তির শিক্ষাই দেয়। হুযুর বলেন, এসব কিছু দেখে আমার ঈমান দৃঢ় হয়েছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেন, ইসলামের উপর এমনও এক সময় উপস্থিত হবে যখন ইসলাম কেবল নামসর্বস্ব অবশিষ্ট থাকবে, মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে ভুলে বসবে, সেই সময় একজন সংস্কারক তথা মসীহ ও মাহদী আগমণ করবেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রসারিত করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি এসে গেছেন এবং তাঁরই মাধ্যমে ইসলামের পুনরুত্থান হয়েছে। তিনি (আঃ) ইসলামের প্রকৃত ও সত্য শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেছেন এবং ধর্ম থেকে ব্যবধানের কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল সেগুলির সংশোধন করেন। আজও মুসলমানরা কুরান করীমের ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে আর আজকে আমরা পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করছি। আমরা বিগত ১২৫ বছর যাবৎ এই কাজ করে আসছি এবং প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করছে। কেবল এই বছরই পাঁচ লক্ষ ষাঠ হাজারেরও বেশি মানুষ আহমদীয়াতে প্রবেশ করেছে। আফ্রিকায় বেশি সংখ্যায় মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুদূর পূর্বের দেশগুলিতে, এশিয়া, ইউরোপ, আরব দেশগুলিতেও এবং অন্যান্য দেশগুলি থেকেও মানুষেরা আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রত্যেক বছর হচ্ছেন।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার কমিউনিটি কি দ্রুত প্রসারলাভ কারী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, আমরা একটি ব্যবস্থিত ও দ্রুত প্রসারলাভকারী কমিউনিটি। একক নেতৃত্ব, একটি ব্যানার, একটি স্লোগানের অধীনে জামাত আহমদীয়া এমন একমাত্র কমিউনিটি যার সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বর্তমানে বিশ্বে সব চেয়ে দ্রুত প্রসারলাভকারী কমিউনিটি।

* একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, আমরা মুসলিম বিশ্বে প্রকাশ্যে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পরি না। আরবরা আমাদেরকে পছন্দ করে না। আমরা তাদের জিহাদের ব্যখ্যার বিরোধী। জিহাদ সম্পর্কে তাদের অবধারণা সম্পর্কে আমরা দ্বিমত পোষণ করি। প্রকৃত জিহাদ যেটিকে সর্বোৎকৃষ্ট জিহাদ বলা যেতে পারে, সেটি হল নিজেকে সংশোধন করা। অর্থাৎ,আত্ম সংশোধন করা। এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, শান্তি ও সন্ধির শিক্ষাকে প্রত্যেকের কাছে পোঁছে দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামের বাণী সকলের কাছে পোঁছে দেওয়া।

তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'লা সেই সময় তরবারীর যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করেছেন যখন শত্রুরা তোমাদের উপর আক্রমণ করে, তোমাদেরকে নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং নিজেদের আত্মরক্ষা করতে বাধ্য করা হয় । হুযুর আনোয়ার বলেন, বর্তমানে ইসলামের বাণী প্রচারকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর কোন দেশ কোন মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে এই প্রকারের যুদ্ধ করছে না। ধর্মের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করা হচ্ছে না। সারা পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র প্রয়োগ করা হচ্ছে না।

বর্তমানে সামরিক অস্ত্রের পরিবর্তে ইসলামের বিরুদ্ধে লিটেরেচারের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র রচনা করা হচ্ছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তাই এর উত্তরও লিটেরেচারের মাধ্যমে ও মিডিয়ার মাধ্যমে দেওয়া উচিত। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আমাদেরকে এই শিক্ষাই দিয়েছেন। তিনি (আঃ) বলেন যে এটি কলমের জিহাদের যুগ।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আমাদের এই প্রদেশ থেকেও এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও অন্যান্য এলাকা থেকে মুসলমান যুবকরা ওঝওঝ -এ যোগদান করার জন্য সিরিয়া ও অনুরূপ দেশগুলিতে পাড়ি দিচ্ছে? এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: বর্তমানে মুসলমানরা যেভাবে একে অপরকে হত্যা করছে এবং একে অপরের মুন্ডচ্ছেদ করার প্রতিযোগীতায় মেতেছে, অনুরূপে বিগত শতাব্দীগুলিতে খ্রীষ্টানরাও নিজেদের মধ্যে একে অন্য ফিরকাকে হত্যা করেছিল এবং তাদের নিজেদের মধ্যে একের পর এক যুদ্ধ হতে থাকত।

হুযুর বলেন, আমি এটি বুঝে উঠতে পারি না যে, আজ একে অপরকে হত্যাকারী, গণসংহারের কারিগরের এই সব মুসলমানরা কিভাবে নিজেদের এই অত্যাচারপূর্ণ কর্মকে ইসলামী শিক্ষার অনুরূপ আখ্যা দিয়ে বৈধ বলে গণ্য করে। তাদের এই অপকর্মের সঙ্গে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

আঁ হযরত (সাঃ) বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কলেমা তৈয়্যবা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুরুর রসুলুল্লাহ'পাঠ করবে সে মুসলমান। তোমরা তার বিরুদ্ধে তরবারী ধারণ করবে না। এই সমস্ত মুসলমানেরা পরস্পর নিজেদের বিরুদ্ধেই লড়াই করছে, এটি আঁ হযরত (সাঃ) এর শিক্ষার পরিপন্থী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একজন সত্য ও প্রকৃত আহমদী এমন জিহাদ সম্পর্কে ধারণাও করতে পারে না। একজন আহমদীর নিকট আত্ম-সংশোধন, নিজের কু-প্রবৃত্তির দমন এবং ইসলামের প্রকৃত বাণী ও শিক্ষাকে পৃথিবীর কাছে পোঁছে দেওয়াই হল প্রকৃত জিহাদ।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইউরোপ থেকে এই যে সমস্ত লোকেরা আইসিস-এ গিয়ে যোগ দিচ্ছে তারা আসলে পরিস্থিতির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০০৮ সালে আর্থিক সংকট এসেছিল। কোটি কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। এই আর্থিক সংকটের পর সন্ত্রাসী কার্যকলাপে বৃদ্ধি এসেছে। সন্ত্রসী সংগঠন গুলি এর সুযোগ নিয়েছে এবং কর্মহীন ও বেকার যুবকদের ব্রেন ওয়াশ করেছে। যে সমস্ত বেকার যুবকরা আর্থিক সংকটে ভুগছিল তাদেরকে অর্থের প্রলোভন দেখানো হয়েছে। তাদেরকে বলা হয় যে তোমাদের সরকার তোমাদের সাথে অন্যায় করছে। এই ভাবে তাদেরকে প্ররোচনা দেওয়া হয়।

হুযুর বলেন, যুক্তরাজ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি অবহিত। সেখানে শরণার্থীরা অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। ব্রিটেনের স্থানীয় নাগরিকদের চাইতে বেশি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। তাই যদি কোন যুদ্ধ করতে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 3 Dec, 2020 Issue No.49

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হত তবে তারা ব্রিটিশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে করত, কেননা তারা কর্মহীন হলেও ব্রিটিশ মুসলমানরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে চলেছে। কিন্তু এখানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছু সংখ্যক অভিবাসী যুবক উগ্রবাদী সংগঠনে যোগ দিচ্ছে।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, একজন মুসলমান হিসেবে আপনার উপর কি সন্ত্রাসী গতিবিধির কোন প্রভাব পড়ে? কেননা মুসলমানদের উপরই সন্ত্রাসের অভিযোগ আসে।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা তো উভয় সংকটে রয়েছি। একদিকে মুসলমান আমাদের বিরুদ্ধে, অপরদিকে যারা ইসলাম বিরোধী, তারাও আমাদের বিরুদ্ধে। ইসলাম বিরোধীরা অজ্ঞতা বশতঃ আমাদেরকে অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে জুড়ে দেয়। তারা পার্থক্যটি বুঝতে পারে না।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, এই পরিস্থিতিতে ইসলামকে রক্ষা করা আপনার কাছে কি খুব দুরূহ বলে মনে হয়? হুযুর বলেন, আমরা চেষ্টা করি এবং বিভিন্ন উপায় ও অনুষ্ঠানের মাধম্যে নিজেদের বার্তা পোঁছে দিচ্ছি। আমরা লোকদের আমাদের লিটেরেচার ও ব্রাওশার পড়তে দিলে তারা আমাদের কথা শুনে এবং সেগুলি পড়ে। ক্রমে ক্রমে মানুষদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে এবং মানুষ এটি উপলব্ধি করছে যে আমরা অন্যান্য মুসলমানদের চাইতে ভিন্ন, যারা শান্তির বার্তা দেয়। যদিও কাজটি কঠিন, কিন্তু একদিন ইনশাল্লাহ আমার তাদের মন জয় করব।

*একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সন্ত্রাসবাদের বিপদ সম্পর্কে দেশের সরকারকে কি প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, লক্ষ্য রাখতে হবে। যারা সন্ত্রাসের দিকে যাচ্ছে তাদের পরিবারের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের আচরণ ও চাল-চলনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং এটাও দেখতে হবে যে, তাদের পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে কি না।

এখন এমন পরিস্থিতিও সামনে আসছে যে,এই সব সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি তাদের সঙ্গে যোগদানে ইচছুক এই সব ইউরোপীয়ান মানুষদেরকে বলে যে, তোমরা নিজেদের দেশেই অবস্থ ান কর। করণীয় বিষয় সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে গাইড করব। বোমা কিভাবে বানাতে হয়, আক্রমণ কিভাবে করতে হয়, সাইবার আক্রমণ কিভাবে হানতে হয় , সব কিছু আমরা বলে দিব। তারা কম্পিউটারের মাধ্যমে নিত্য-নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। সাইবার আক্রমণের মাধ্যমে অর্থনীতির বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে।

* সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, এখন রাশিয়া, সিরিয়া সরকারের সাহায্য করছে এবং বিমান আক্রমণও করেছে। রাশিয়ার বক্তব্য তারা সরকার বিরোধী সংগঠন আইসিস ও দাঈশের উপর আক্রমণ করছে। এখন স্থল সেনা পাঠানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করতে চাই না। এই অঞ্চলের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত আছে। সম্প্রতি ফ্রান্সে একটি বৈঠক হয়েছে। সেখানে ইউরোপিয়ান দেশের প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আলোচনা হয়েছে যে, সিরিয়ার রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করে সেখান পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে হবে। তাই সিরিয়াকে নিয়ে এই সব দেশগুলির নীতিতে বদল এসেছে। এখন তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আশঙ্কা বেড়ে চলেছে। কেবল আইসিস ও দাঈশের মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ নেই, বরং গোটা বিশ্বে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মহা শক্তিগুলির পৃথক পৃথক বলয় তৈরী হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি কয়েক বছর ধরে সতর্ক করে আসছি যে শীত যুদ্ধের পর সমস্ত কিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে এমনটি ভেবো না। কিছুই স্বাভাবিক হয় নি। পরিস্থিতি যে দিকে ধাবিত হচ্ছে, যে কোন সময় বিশ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতে পারে।

* সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, সিরিয়া থেকে এখানে শরণার্থীরা আসছে এবং খ্রীষ্টানরা এদের সাহায্য করছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন, খ্রীষ্টানরা সহমর্মিতা প্রদর্শন করছে, তারা অবশ্যই করুক। এটি তো খুবই উত্তম। যদি প্রকৃতই শরণার্থী হয় তবে অবশ্যই সাহায্য করা দরকার। কিন্তু এর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদে আশঙ্কাও রয়েছে। আইসিসের একজন প্রতিনিধি বলেছে, আগত প্রত্যেক পঞ্চাশ ব্যক্তির মধ্যে একজন আইসিস সদস্য। এভাবে আপনারা কতজন আইসিস সদস্য সংগ্রহ করবেন। এটি আমাদের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এর প্রতিক্রিয়ায় সাংবাদিক বলেন, এর অর্থ হল এমন অনেক মানুষ এসেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, শরণার্থীদের একটি স্থানে থাকার ব্যবস্থা করুন যাতে তাদের উপর নজর রাখা যায়। তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয়তা, বাসস্থান, খাদ্য সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখুন, কিন্তু এর পাশাপাশি নজরদারিও করা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ সিরিয়ার অবস্থার উন্নতি ঘটানোও দরকার, যাতে এরা পুণরায় দেশে ফিরে যাতে পারে। এর পর সেখানে গিয়ে তাদের সাহায্য করুন। তাদের পুনর্বাসন এবং স্বনির্ভর গড়ে তুলতে তাদের সাহায্য করুন।

হুযুর বলেন, দেখনু, জাপান বলেছে তারা যেখানেই থাকুক না কেন সিরিয়ার মানুষদের সাহায্য করবে। কিন্তু তাদেরকে জাপানে থাকতে দিবে না। জাপান তাদের সহায়তার জন্য অর্থ সরবরাহ করছে।

হুযুর বলেন, সৌদি আরব, উপসাগরীয় এবং এই অঞ্চলের মুসলমান দেশগুলি সিরিয়ার প্রতিবেশী দেশ। আর এরা সম্পদশালী দেশও বটে। সিরিয়াকে সাহয্য করা সাহায্য করা এদেরই কাজ। শরণার্থীদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা এদের কর্ত্তব্য।

****

জরুরী সংশোধন

২৪ শে সেপ্টেম্বর,২০২০ তারিখের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীসটি প্রকাশিত হয়েছিল।

"হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবি কাতাদা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) যোহর ও আসরের প্রথম দুই রাকাত নামাযে সূরা ফাতিহা এবং আরও দুটি সূরা পাঠ করতেন। এবং কখনও কখনও কোনও আয়াত আমাদেরকেও শুনিয়ে দিতেন।"

এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর প্রাইভেট সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে চিঠি এসেছে যাতে তিনি লিখেছেন-

" নির্দেশক্রমে এ বিষয়ে গবেষণা হওয়ার পর এ বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে যে হাদীসে উল্লেখিত শব্দাবলী- 'وَيُسْمِعُ الْاٰيَةَ أَحْيَانًا অর্থাৎ কখনও কখনও হুযুর (সা.) কোন আয়াত শুনিয়েও দিতেন' এর দ্বারা উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করাকে বোঝানো হয় নি, বরং এর অর্থ হল, আঁ হযরত (সা.) সাহাবাদেরকে দ্বীন শেখানোর উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে কয়েকটি শব্দ উচ্চস্বরে উচ্চারণ করতেন বা সেগুলিতে ফিসফিস শব্দে তিলাওয়াত করতেন, যার দ্বারা শ্রবণকারী বুঝতে পারত যে তিনি কোন্ আয়াত পাঠ করেছেন।"

হুযুর আনোয়ার বলেন, " এই হাদীসের স্পষ্টীকরণ হওয়া উচিত। সেই অনুসারে সংশোধন করুন এবং পরবর্তীকালে বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে পড়ে তারপর প্রকাশ করুন।"

প্রতিষ্ঠান এই ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আকাঙ্খা অনুসারে আরও ভালভাবে খিদমত করার তৌফিক দান করুন, যা আল্লাহ্ দরবারে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে।। (আমীন)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir